শ্রীশ্রীরামচন্দ্র

শরণং

অথ গণেশ বন্দনা।

বন্দ্য দেব সিদ্ধ নাম, সিদ্ধ কর মনস্কাম, শঙ্কা হর শঙ্কর নন্দন। শরণ লইয়া পদে, প্রবৃত্ত এ গুহ্ছ পদে, নিরাপদ দেহ গজানন॥ একায় অর্পিয়া গায়, দীন দেন দিন প্রায়, তব কায় বর্ণিবারে প্রভু। দীনের কি আছে শক্তি, মূলাধার ভক্তি শক্তি, যথাশক্তি দিয়াছেন বিভু। পাদ রক্তাম্বুজ চারু, উরু জিনি রম্ভা তরু, স্থূল কায় লম্বোদর অতি। নাভিপদ্ম কি সুন্দর, মনোহর চন্ড স্কর, অঙ্গ প্রভা বহ্নি তুল্য জ্যোতি॥ কিবা ইভানন শোভা, প্রভাকর নিন্দি প্রভা, দেখি মোহে ত্রিলোকের মন। মূষিক উপরে স্থিতি, সর্ব্বত্র তোমার গতি, নামে হয় বিপদ ভঞ্জন॥ আদ্যাশক্তি তব মাতা, দেব দেব হর পিতা, সেই জন্য পূজা অগ্র ভাগ। স্বর্গ মর্ত্ত্য তিন পুরে, সবে অগ্রে পূজা করে, যক্ষ রক্ষ কিন্নর কি নাগ॥ আমি কি জানিব তত্ব, তুমি তমো রজঃ সত্ব, ভ্রমে ভিন্ন বোধ সবাকার। লীলা অতি চমৎকার, যুগে যুগে অবতার, ভেদ রূপ অংশেতে তোমার॥ স্থাবর জঙ্গম আদি, সকলেরি তুমি আদি, অনাদি পুরুষ সারাৎসার। তুমি দিবা তুমি রাতি, নক্ষত্রাদি বার তিথি, অসীম করুণা পারাবার॥

অথ সরস্বতী বন্দনা।

বন্দ মাতা সরস্বতী সরোজ বাসিনী। বাণী বিদ্যা বিধায়িনী বিপদনাশিনী ॥ রক্ত কোকনদ প্রায় হেরিয়া চরণে। ভ্রমে ভৃঙ্গ ধায় মকরন্দ অন্বেষণে ॥ শ্বেতাঙ্গে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গী সুরঙ্গিম ঠাম। শ্বেত বীণা শ্বেত ভুজে শোভে অবিরাম ॥ মুখ নিশা হেরি লাজে বিভাবরী নাথ। মনে মানে আপনার মানের ব্যাঘাত ॥ জ্ঞান দাত্রী বেদ বিধি প্রবৃত্তি নিবৃত্তি। ধর্ম্ম কর্ম্ম জপ তপ তুমি যশোকীর্ত্তি ॥ তুমি বায়ু বহ্নি বারি নভোনাগ ক্ষিতি দিবা বিভাবরী সন্ধ্যা সকলের গতি ॥ পুরুষ প্রকৃতি তুমি জগতের শর্ম্ম। অন্তরে জানিতে পার অন্তরের কর্ম্ম ॥ গায়ত্রী সাবিত্রী মায়া মোহ যোগাযোগ। তন্ত্র মন্ত্র মহৌষধি তুমি মহাযোগ ॥ শরণাগতের চিত্তে চিন্তা কর নাশ। বিনা বিঘ্নে হয় যেন এ গ্রন্থ প্রকাশ ॥ ও পদপঙ্কজ স্মরি করেছি ভরসা। কৃপাময়ি কৃপা করি পূর্ণ কর আশা ॥

অথ দুর্গা বন্দনা।

দুর্গমে বন্দি মা দুর্গে দনুজ দলনী। দীনে দয়া দান দিয়া রাখ দাক্ষায়ণী ॥ দুঃখ দেখি দিগম্বরি দিয়া পদ ছায়া। দরিদ্রতা দূর কর দেবি মহামায়া ॥ দেশে দ্বেষ যায় দিন দেখ না গো চক্ষে। দিগম্বর দারা দিন দোহি দাস পক্ষে ॥ কাতরে করুণাময়ী করি উপাসনা। কাল ভয়ে কি করি মা কহ কালাঙ্গনা ॥ কালে কালে গত

কাল হয় গো মা কালী। কলির কলুষ ভয়েকরে অঙ্গ কালী ॥ বাসে বঞ্চিবারে মন বিরত সদাই। কাল বারে বহু দুঃখ বঞ্চিতে এড়াই ॥ কাশীতে বসতি বাঞ্ছা করে স্ববাসনা। সন্তানের স্ববাসনা সাধ শবাসনা ॥ তুমি লক্ষ্মী স্বর্গ শৈল আদি করি। ত্রিলোকের ক্ষেম দাত্রী তুমি ক্ষেমঙ্করি ॥ স্থাবর জঙ্গম তুমি তোমাতে সে সব। কল্যাণ কর কালী শুনিতে অসম্ভব ॥ সর্ব্ব দর্প খর্ব্বা ... পীতাদি অতীতা। নাশিতে কৌণপ কুল তুমি ... তা ॥ তোমার শ্রীপাদ পদ্ম হৃদে করি আশ। দ্বিজ কালী পদ করে এগ্রন্থ প্রকাশ ॥

অথ নানা দেব বন্দনা ও সঙ্কেতে নাম কথন

শ্রীপতির শ্রীচরণ বন্দিয়া অন্তরে।
কায়মনে কালীপদ বন্দি তার পরে ॥
লিঙ্গরূপে লীলা প্রকাশিলা নামে কাশী।
পতঙ্গের পতনেতে হয় স্বর্গবাসী ॥
দয়াময়ি দয়া করিদিতেছেন অন্ন।
মূঢজন মুক্তি পায় সিন্ধু স্নান জন্য ॥
থোভযায় থোলসায় বন্দি পদ্ম যোনি।
পাতকির পাপ তাপ নাশিবেন তিনি ॥
ধ্যান যোগে ধ্যাই ইন্দ্র চন্দ্র আরগণ।
যথাক্ষরে যথাসাধ্যে নাম বিবরণ ॥

অথ গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়

হুগলির পশ্চিম ধাম, ও উঁচাইগোলতা নাম, পল্লী

গ্রাম ভদ্রের প্রধান। বহু ব্রাহ্মণের বাস, সৎ কর্ম্মে যার
নাস, রত লোক করে দান ধ্যান ॥ তথায় শ্রীকালীপদ,
স্মরি বাগ্দেবি পদ, প্রথম প্রবৃত্ত এই গ্রন্থে। হেরিলে
এ গ্রন্থ দোষ, কেহ না করিও রোষ, যেহেতু সকল [illegible]
ভ্রান্তে ॥ উৎপত্তি দ্বিজ কুলে, মান্যমান [illegible]
অনুকূলে ব্রাহ্মণ চরণ। মূলের মুখটী পাই, পরি [illegible]
শুন ভাই, গঙ্গাধর ঠাকুরের সন্তান ॥ পিতা গঙ্গানা
য়ণ, নারায়ণ পরায়ণ, পুণ্যবান্ [illegible]
সপ্তমী তনয় তাঁর, রূপে গুণে তুল্যাকার, আমি [illegible]
ত হীন মতি ॥ মাতামহ ভৈরব চন্দ্র, কুলপক্ষে [illegible]
চন্দ্র, অতুল্য তাহার যশোজ্জ্বল। হরিপুর [illegible]
ছে নদী সরস্বতী, পূর্ব্বে গঙ্গা মধ্যে বাস স্থান ॥ বন্দ্যো
পাধ্যায় উপাধিতে, সাগর দত্ত আখ্যাতে, [illegible]
চক্রবর্ত্তির সন্তান। মাতুল শ্রীভোলানাথ, অভেদ [illegible]
ভোলানাথ, শান্ত দান্ত গুণে গুণবান ॥ মাতামহ রাখি
য়া তাঁকে, গিয়াছেন পরলোকে, পরিচয় শুন সর্ব্বজন ॥
পুনশ্চ নিবেদি সবে, গ্রন্থেতে যদি দোষ রবে, যেহেতু এ অজ্ঞা
ন বর্ণন ॥ বিশেষে মনুষ্য মন, ভ্রম জন্মে সর্ব্বক্ষণ, ভ্রম
খণ্ডে সাধ্য আছে কার। অসুর অমর নরে, ভ্রম আছে
সবাকারে, আমি খণ্ডি কি সাধ্য আমার ॥

অথ গ্রন্থারম্ভ   পয়ার ॥

শুন সব বন্ধুগণ রহস্য কথন। অপার আনন্দ রস
সিন্ধু বিবরণ ॥ পারস্য দেশেতে এক ছিল মহাজন। পু

তাপে আদিত্যতুল্য সদ্গুণ ভাজন। লাবণ্যসুবর্ণ কিবা জিনিয়া সুবর্ণ। স্থির ধীর বুদ্ধি মান দানে তুল্য কর্ণ।। দেব দ্বিজ গুরু ভক্ত আসক্ত ধর্ম্মেতে। সত্য কেতু খ্যাত্যা তে বিখ্যাত ধরণীতে।। সন্তান বিহীনে সাধু আছিল ব্যাকুল। বহু যাগ যজ্ঞ পরে বিধি অনুকূল।। এক কালে হয় তার যুগল কুমার। যেনেহে সম রূপে গুণে যেন দুই মার।। প্রথম আশ্বিন প্রভৃতি হেলে জয় মন। অঙ্গ বর্ণ হয় করে সুবর্ণ কিরণ।। ক্রমে বাড়ে শিশু দ্বয় সাধু পায় সুখ। ছয় মাসে অন্ন দিল করিয়া কৌতুক।। স্বর্ণমালী স্বর্ণকেতু দুজনার নাম। বাল্যে হৈতে দুই ভাই রত গুণ ধাম।। ক্রমেতে শৈশব কাল সুখে গত হয়। কালে কালে সে কুমারে যৌবন উদয়।। সকল বিদ্যায় তারা হইলে নিপুণ। নগরের মধ্যে প্রচারিল যশো গুণ।। সাধু সাধু পত্নী দুখি পুত্রের গুণেতে। প্রতিষ্ঠা করয়ে প্রতিবাসি সকলেতে।। ষোড়শ বৎসর বয় দোঁহারে লখন। মাতৃ হীন দুই শিশু হইল তখন।। পিতার অশেষ স্নেহে অনুজের সনে। কৌতুকে কাটান কাল আনন্দিত মনে।। দারা পরি গ্রহে সাধুর নাহি ছিল মন। পর পরামর্শে পুন করিল গ্রহণ।। পূর্ব্বাবধি সদাগর বহু ব্যবসাই। নিয়াছিল দুই পক্ষী আক্রা টির ঠাই।। পালন করয়ে স্নেহে ক রিয়া কৌতুক। মনোহর দুই পক্ষী নামে সারি শুক।। সর্ব্ব শাস্ত্র জ্ঞাত তারা বলে ভবিষ্যৎ। পরামর্শ দিয়া তার খণ্ডায় বিপৎ।। দৈব যাহা করে খণ্ডে ক্ষমতা কাহার।

পুন ব্যবসায় যাইতে বাঞ্ছা হয় তাঁর ।। মন্ত্রিকে ডাকিয়া
সমর্পিয়া সর্ব্ব ভার। সফর করিতে সাধু কৈল অগ্রসার
মনে জানে গৃহে মম আছে সারি সুক । দোঁহার মন্ত্রণা
শুনে নাহি কিছু দুঃখ ।। এই ভাবি হরি স্মরি আরোহিল
তরি। সুযোগ সময়ে তরি খুলিল কাণ্ডারি ।। অবিরত
চলে নৌকা নাহিক বিশ্রাম। ছাড়াইল নানা দেশ কত
কব নাম ।। কভু দাঁড় কভু পাল গাইতেছে তরি। দুই মা
সে উত্তরিল প্রমিলা নগরি। লাগাইয়া তরি ঘাটে উঠিয়া
উপরে। ব্যবসার জন্য স্থির করিল অন্তরে ।। মনোহর
অট্টালিকা তথা করি ক্রয়। কাণ্ডারি ডাকিয়া সর্ব্ব
দ্রব্য তুলি লয় ।। নানা রত্ন পট্টবস্ত্র প্রভৃতিক করি।
সদাগর করিতে লাগিল সদাগরি ।। পুরুষ নাহিক রাজ্যে
সকলি রমণী। রমণীয় স্থানে বসে সাধু শিরোমণী ।।
রাখহ সকল লোক যেজান সন্ধান। প্রমিলার রাজ্যে তাঁর
বৃদ্ধি যত মান ।। দেখ সব লোকে কোন দ্রব্যের অভাবে
স্বভাবে করয়ে পূজ্য রত্ন সমভাবে ।। এই রূপ সাধু তথা
করয়ে যাপন। অতঃপর কাব্য রস করহ শ্রবণ ।। সদাগর
বাণিজ্যেতে করিলে গমন। সাধু পত্নী হৈল অতি উচা
টিত মন ।। একেতে প্রবল তর যৌবন উদয়। তাহাতে
আগত হৈল বসন্ত সময় ।। আগেতে দূতের মত আসি
পিক গণ। সংবাদ জানাতে সে করিল আরম্ভন ।। দহ২
রব করি বসি তরু মূলে। কহিতে লাগিল সভে মৃদু ২ স্ব
রে ।। হইল হেমন্ত অন্ত ভূপতি বসন্ত। উদয় হইল আসি

স্বসৈন্য সামন্ত ।। অতএব যত আছ রাজ্যে প্রজাগণ। করং করেং কর সমা ।।। শুনিয়া সংবাদ যত খুব ক যুবতি। সমাপন কৈল কর হয়ে হৃষ্ট মতি ।। পরেতে কোকিল দরবিরহি সম্মুখে। আদায় করিতে চলে মনের কৌতুকে। সমাচার দিবামাত্র বিয়োগিরগণ। দূর দূর শব্দ করি করিল তাড়না। কুপিত হইয়া তবে কোকিলে র স্বল। বসন্ত নিকটে গিয়া কহিল আমূল ।। শুনিয়া কু পিত ভূপ মদনে ডাকিয়া। পাঠাইল কর জন্য প্রনয় ক রিয়া।। তবে সেনা পতি নিয়া ফুল ধনু বাণ। বিরহি শা সিতে বীর করিল উঠান ।। তাহে প্রথমেতে যুড়ি শর শ রাসনে। হানিতে লাগিল অতি কোপান্বিত মনে।। বি য়োগীর পক্ষে যেন বিয়োগী কৃতান্ত। না শুনে বারণ কারে নিতান্ত অশান্ত।। হেথা শরাঘাতে আর মলয় বাতাসে। সাধু পত্নি পড়ি গেল বিষম হুতাশে।। কাল প্রায় কাল দেখি প্রাণ যাবে বলি। স্বামির প্রণয় জলে দিল জলা ঞ্জলি।। সাধুর আছিল মন্ত্রি উদ্ধত নামেতে। ক্রমে সে রমণী মজে তাহার পিরিতে।। দিবা বিভাবরি দোঁহে থাকে একাসনে। প্রণয় বাড়িল ক্রমে দুজনার মনে।। সা ধু পত্নী কর্ত্রী নিজে সভার উপরে। কেহ কিছু নাহি ব লে সভয় অন্তরে।। ছাপা নাহি থাকে কভু অধর্ম্ম বিষয়। নগরেতে প্রচারিল গোল অতিশয়। স্বর্ণমালি জ্যেষ্ঠ জ্ঞা নি শুনি এই কথা। বিমাতার দুষ্ক্রিয়াতে মনে পাইল ব্যথা।। মন্ত্রিবরে আসিবারে করিল বারণ। বারণ তাহা

র মুখ না মানে বারণ। পুষ্পবনে অন্ত মন করিকত্রি পুরা
রমণী নলিনী বনে নিত্য২ যায়॥ পরে এক দিন গৃহে
সাধুর তনয়। বিমাতার সমীপেতে ক্রোধান্তরে কয়॥ এ
কোন বিচার মাতা কহ বিবরণ। উদ্ধত অন্দরে আস্বে
কিসের কারণ॥ পুন যদি পদার্পণ করে সে এখানে। নি
শ্চয় কহিনু তারে নাশিব পরাণে॥ তনয়ের মুখে বাণী
শুনি ব্যভিচারিণী। অধো মুখী হয়ে রহে না কহিয়া বাণী
তদন্তর স্বামী আসিয়া বাহিরে। বিবরণ কহে সব
নিজ সহোদরে॥ এখানেতে সাধু দারা অপমান পেয়ে।
যুক্তি করে মন্ত্রি সনে নাশিতে তনয়ে॥ অন্তর্যামী শুক
সব জানিয়া অন্তরে। শুকের বিনাশ শুণ্ড মুখে আঁখি
ঝোরে॥ ভ্রাতৃ দ্বয়ে ডাকি তবে করিয়া গোপন। কহি
লেক বিবরিয়া সকল কথন॥ জীবন [illegible] যদি [illegible] করি
বারে। এস্থান ত্যজিয়া তবে যাও অন্যান্তরে॥ পাইবে
পারিবে প্রাণ মন্ত্রণার গুণে। আর এক পরামর্শ শুন
দুজনে॥ এই দেখ দুষ্ট পক্ষী তব পক্ষ অতি। দুই জনে
ভক্ষ্য দোহে পাইবা নিষ্কৃতি॥ হয়েছে ত্রিকাল গত
আছে অল্পকাল। আজি কালমধ্যে বাছা লইবেক কাল
বাসনা সকালে সাধ মিছে যায় কাল। সারির মুণ্ডের
গুণে হইবে ভূপাল॥ মম মুণ্ডে বহু মূল্য পাইবেক নি
ধি। ভক্ষণ করিয়া মনানন্দে হাস যদি॥ যেই অস্ত্রে দুই
জনে করিবে নিধন। অস্ত্রের হইবে শক্তি পাষাণে ছেদ
ন॥ বিমাতা হয়েছে তব উপপতি রতা। বাঞ্ছাতার কত

ক্ষণে কাটিবেক মাথা ।। স্বপক্ষ বিপক্ষ তব পক্ষীমাত্র পক্ষ । দুর্গম ত্যজিয়া যাহ যথা বিরূপাক্ষ ।। করোনা কিঞ্চিত মোহ করিতে নিধন । নিধনে হইবে ধনি নতুবা নিধন ।। নৃপক্ষে দ্বপক্ষি যদি কহিল বচন । বিলাপ করিয়ে বহু ভাই দুইজন ।। প্রাণ আশে অব শেষে নাশি অনি পাশে । ভক্ষণ করিল ভবিষ্যৎ সুখ আশে ।। স্বদেশে করিয়া দ্বেষ চলিল বিদেশে । অতিশয় সংগোপনে দুজনের মানসে ।। লেয়া বই হয় হয় গমনে সবার । যামিনী যোগেতে হয় নগর বাহির ।। অবি শ্রান্ত চলে অশ্ব নাহিক বিশ্রাম । ছাড়াইল বহুদেশ কতক বা নাম ।। দিগন্তে সুপথ হয় করে তীক্ষ্ণ অসি । অসির আঘাতে নাশে বৃক্ষ রাশি রাশি ।। অরণ্য পর্বত গিরি লঙ্ঘি নানা দেশ । কাঞ্চীপুর সন্নিকটে উত্তরিল শেষ ।। হইয়া ক্লেশিত তনু ছিন্ন ভিন্ন বেশ । বিশ্রাম করিতে মনকৈল অবশেষ ।।

ত্রিপদী ।।   ভ্রমি বহু দেশ দেশ, প্রান্তরেতে অবশেষ, অব স্থিতি শ্রম নাশিবারে । জল জন্য ক্ষুণ্ণ চিত. চিত্রমালা যথোচিত, অনুজেরে অনুমতি করে ।। বলে বারি আনি যারে, যদি পার ত্বরা করে, তবে মম রহিবে জীবন । যাহরে জীবন ভাই, জীবনে জীবন পাই, জীবন আশে রহিল জীবন ।। যে দেখি এ তেপান্তর, কাছে নাই সরোবর, জল শূন্য শুষ্ক হেরি ভূমি । বিলম্ব

নাকরি আর, শীঘ্র হও অগ্রসর, প্রাণ রক্ষা উপলক্ষ তুমি ॥ শুনি তার সহোদর, অন্বেষণে সরোবর, দক্ষিণেতে চালাইল হয়। রাখিতে পথের চিহ্ন, বৃক্ষগণে করিছিন্ন কিছুদূরে পায় জলাশয় ॥ বহু কষ্টে পেয়ে পয়, মনেহর্ষিত হয়, হয় বরে বান্ধি তরুমূলে। মনোহর সরোবর, হেরি হরিষ অন্তর, স্বর্ণ মালী নামিলেন জলে ॥ নহে ক্ষুদ্র জলাশয়, মনে হয় তুল্য হয়. বিরিঞ্চি মানস সরোবরে। সোপান সুন্দর অতি, যেন করী দন্তপাতি, বিশাই গড়েছে নিজকরে ॥ তট অতি সুশোভিত, হেরিলে হরয়ে চিত, তদুপরে পুষ্পের উদ্যান। সুবর্ণ প্রাচীর তার, তাহাতেও মন্দ তার, ঝালরেতে করে দীপ্তমান ॥ সুবর্ণে নির্ম্মিত পথ, সুর মণি প্রীরবৎ, কিরণ প্রকাশে স্থানে স্থানে। চৌদিগেতে মধুবন, জ্ঞান হয় মধুবন, বিহঙ্গে বিরাজে সে বিপিনে ॥ পুষ্প গন্ধে হর চিত্ত, নানা পুষ্প পুষ্প চিত, জাতি যূতি মল্লিকা সেফালি। অশোক কিংশুক বক, বহু সুগন্ধি চম্পক, গন্ধরাজ আর কৃষ্ণকেলি ॥ টগর সেঁউতি যবা, সূর্য্যমণি সূর্য্যপ্রভা, নাগেশ্বর গোলাপ প্রভৃতি। চামেলি গাঁদা দোপাটি, কৃষ্ণচূড়া পরিপাটি, করবীর সুরভী মালতি ॥ ফলের কি কব নাম, উপমার অনুপাম, নানা ফল ফলিয়াছে বৃক্ষে পক্ষের পক্ষের কথা, যত সৃজিয়াছেন ধাতা, প্রতি পক্ষী সেই বনপক্ষে ॥ নীরের নির্ম্মল ভাব, বায়সের নেত্রভাব, স্থির বারি হেরি হরে চিত। স্থানে স্থানে কমলিনী

হয়ে আছে প্রকাশিনী, নাথ ভাবে কুমুদী মুদিত ॥ স
রোরুহ পত্র করে, লয়ে মাত্র বারি করে, উঠিয়াছে
সোপান উপরে। হেন কালে ক্রুতকরি, সম্মুখে আসিয়া
করী, ধরিতারে নিজশিরোপরে। কাঞ্চীপুরে রাজা শূন্য,
করীগণে হয়ে ক্ষুণ্ণ, ভ্রমণ করিয়া বহু দেশ। হেরি রূপ
মনোহর, লয়েতারে পৃষ্ঠোপর, কাঞ্চীপুরে করিল প্র
বেশ ॥ সে রাজ্যের এইরীতি, পূর্ব্বাপর আছে নীতি, বা
রণ মননে হয় ভূপ। বারির শিরের গুণে, সুখে বসে
সিংহাসনে, ধাতার লিখন অপরূপ ॥ এথা স্বর্ণমালী
সখি, অনেক বিলম্ব দেখি, মনে বড় উপজিল ভয়। উ
দ্বিগ্ন হয়ে মনে, সহোদর অন্বেষণে, হয়ে পারে উপস্থি
ত হয় ॥ হেরি বহু বৃক্ষছিন্ন, পাইয়া পথের চিহ্ন, স
রোবরে উপনীত হয়। না হেরিয়া সহোদরে, শিরে ক
রাঘাত করে, পরে হেরে বৃক্ষে বান্ধা হয় ॥ জীবন করি
য়া পান, জীবনে জীবন পান, শোক চিত্তে দাণ্ডান সো
পানে। বিধি বিধি করে যাহা, কার কে খণ্ডাবে তাহা
দুঃখসুখ অদৃষ্টের গুণে ॥ নৃপ অশ্ব গেছে চোরে, তুরুক
রে নিশাচরে, দৈব যোগে উপনীত তথা। হেরি দুই
অশ্ববরে, বান্ধিলেক সাধুকরে, বলে চোর আর যাবে
কোথা ॥ দুখের উপরে দুখ, সাধুসুত অধোমুখ, ঈশ্বরে
স্মরণ করে মনে। ত্বরিত নৃপদূত, বান্ধিয়ে বণিক সুত,
আনিলেক নৃপ সন্নিধানে ॥ স্বর্ণকেতু নৃপবর, না চিনিয়া
সহোদর, অনুমতি দিল নাশিবারে। কোটালে ধরিয়া

তায়, বিনাশিতে লয়েজায়, স্বর্ণমালী কান্দে উচ্চৈঃস্বরে কহে হে জল্লাদ ভাই, প্রাণ ভিক্ষা তবঠাই, পাই যদি দিব বহু রত্ন। সদাগর এতবলি, করিয়ে করাঞ্জলি, হাস্য করে করি বহু যত্ন॥ রত্নেতে পূর্ণিত কর, করে করি দিয়াকর, প্রাণ পাইয়া জল্লাদের স্থানে। সে সঙ্কটে পেয়ে ত্রাণ, নগরের মধ্যে যান, প্রাণ তৃপ্ত জন্য জলপানে॥ জলপান করি পরে, পরে জিজ্ঞাসেন পরে, বঞ্চিবারে আগত সর্ব্বরী। কেহ নাহি দিল স্থান, ভ্রমিছেন নানাস্থান, স্থান জন্য ঠেকে দায় ভারী॥

পয়ার॥ নগরে নাহিক কেহ স্থান দিল তায়। ভাবনা হইল ভারি কি করে নিশায়॥ দৈবের বিচিত্র বল নহে কোন জন। গণিকা আলয় এক করিল দর্শন॥ সম্মুখে নেহারি সেই পুরী মনোহর। দৌবারিকে জিজ্ঞাসা করেণ সদাগর॥ কহ দ্বারপাল সত্য, তত্ব মমস্থান। কাহার আলয় এই হেরি বিদ্যমান॥ দ্বারি কয় মহাশয় শুন পরিচয়। পদ্মিনী নামেতে এই বেশ্যার আলয়॥ অপরূপ রূপতার তদরূপ পণ। ঘণ্টা প্রতি লক্ষ তঙ্কা পণ নিরূপণ॥ এই রূপ লয় পণ করিয়া গৌরব। যোজন পর্য্যন্ত তার অঙ্গের সৌরভ॥ শুনি স্বর্ণমালী কহে হয়ে হরষিত। দ্বারেতে আছয়ে কেন ঘণ্টা বিপরীত॥ ঘণ্টায় লইবে টাকা এই তার পণ। এ ঘণ্টায় কিবা হয় কহ বিবরণ॥ অনুমানে মনেবুঝি আছে আদ্য অন্ত। তত্রাপি তাহার স্থানে সুধায় তদন্ত॥ দ্বারি ক

য় মহাশয় স্বদেশি না হবে। বিশেষিয়া সেতদন্ত কহি শুন তবে ॥ যতঘণ্টা বাঞ্চিবারে বাঞ্ছিবে যামিনী। ঘণ্টার ধ্বনিতে মনে জানিবেক ধনী ॥ একবার ধ্বনি কৈল লক্ষ তঙ্কা বায় । কেমন রূপসী ইথে বুঝহ তাহায় ॥ শুনিহৃষ্ট চিত্ত সাধু ঘণ্টা পাণেজায়। বাজাইল বহুবার নাহিক নির্ণয় ॥ শুনিবানি অতিশয় হয় ঘণ্টার ধ্বনি। পরি চারিকারে ডাকি পাঠায় অমনি ॥ মন চোরা সর্ব্ব হরা আগে দুই দাসী । সদাগর সন্নিধানে উত্তরিল আসি ॥ দোঁহাকার রূপ হেরি হইয়া মোহিত। পরিচয় দিতে বাক্য রহিল রহিত ॥ মনে ভাবে এ দোঁহার মধ্যে এক জন। পাইলে পরম সুখে সফল জীবন ॥ মনোচোরা দাসীমন দৃষ্টে করে চুরি। বলবুদ্ধি সর্ব্বহরা নিল সর্ব্ব হরি ॥ চিত্রকর চিত্রপ্রায় হয় স্থির চিত্র। কহে দ্বিজ কালীপদ এ কোন বিচিত্র ॥ দাসী আসি উদাস করিল ধনিজন। সে গুণ লাবণ্য দৃষ্টে কি হবে তখন ॥

পয়ার ॥ দাসি হাসী সদাগরে করি সমাদর। সযতনেতে লয়ে যায় অন্দর ভিতর ॥ উভয়ে উভয় পদ করি প্রক্ষালণ । বসিবারে দিল আনি রত্ন সিংহাসন ॥ পূর্ব্বে যে মিষ্টান্ন সব আয়োজন ছিল। সদাগরে সমাদরে ভক্ষিবারে দিল ॥ ক্ষণেক বিলম্ব পরে পদ্মিনী রূপসী । বণিকের সম্মুখেতে উত্তরিল আসি ॥ ধরি অপরূপ রূপ সেই রূপ বতী। জ্ঞানহয় কামেছাড়ি আসিয়াছে রতি ॥ তাহার রূপের তুল্য অতুল্য জগতে

অঙ্গের সৌরভ যায় যোজনেক পথে ॥ তড়িতের ছটা মিনি অঙ্গের বরণ। অনঙ্গ হেরিলে অঙ্গ করয়ে দাহন ॥ সুবর্ণ সুবর্ণ নহে সে বর্ণের কাছে। লাজে লুকাইতে যায় অনলের মাঝে ॥ বারম্বার তেজে তনু হেরিয়া সুবর্ণ বঙ্গির পরশে চায় হইতে সুবর্ণ ॥ বদনে শরদ চাঁদ তুলনা তাহার। স্ফুটিত খঞ্জন করে চামরে ছিকার ॥ তিল ফুল পড়ে ধরা হেরি তার নাশা। চুরি করে চাতরিতে কোকিলের ভাষা ॥ হেরি আঁখি কুরঙ্গিণী বিপিনে পলায়। দন্ত হেরি মুক্তা লাজে সাগরে লুকায় ॥ শ্রুতি হেরি গৃধিনী বধির হয়েরয়। কণ্ঠেতে স্থগিতকম্বু অম্বু পুরে শয় ॥ সুমেরুর শৃঙ্গ পড়ে হেরি কুচ গিরি। তাহাতে নিম্মিত লঙ্কা রাক্ষস নগরী ॥ কটী হেরি কটী ভয় করি করী অরি। কটী লুকাইল গৌরি পদাশ্রয় করি ॥ নাভি পদ্ম হেরি পদ্ম লজ্জা মানি মনে। অম্বু মাঝে অঙ্গ রাখে সেই অভি মানে ॥ নেহারিয়া অপরূপ নিতম্ব গঠন। ধরণী কাঁপিয়া উঠে যখন তখন ॥ রামরম্ভা তরু উরু গুরু অতিশয়। চরণ তুলনা রক্ত কমলেতে হয় ॥

পয়ার। হেরিয়া তাহার রূপ সাধুর নন্দন। সিংহাসন হইতে পড়ে হইয়ে অচেতন ॥ সুবস্ত বিবস্ত পায় দেখিতে দেখিতে। ত্বরায় পদ্মিনা গিয়া ধরে সাধু সুতে ॥ সুগন্ধি গোলাপ অঙ্গে করয়ে সিঞ্চন। যে প্রকারে সদাগরের হইবে চেতন ॥ কিঞ্চিৎ বিলম্ব পরে সম্বিত পাইয়া। পদ্মিনীর প্রতি সাধু কহে সম্বো

থিয়া ॥ বলেশুন সুবদনি আমার কাহিনী । মর্ত্তে নাহি দেখি কভু এমন কামিনী ॥ যে রূপ রূপসী তুমি কহনে নাযায় । শরোদ চাঁদের তুলা হয় কিনা হয় ॥ এই রূপ সদাগরকহে মোহিনীরে । সেইরূপ বারাঙ্গণা প্রশংসেন তাঁরে ॥ এইরূপ বাক্য ক্রমে অর্দ্ধেক যামিনী । তদন্তরে সাধুকরে ধরিয়া কামিনী ॥ গণিকার রীতি নীতি আছয়ে যেমন । সেইরূপ অঙ্গ ভঙ্গে তুষ্টকরে মন । সহচরি গণে নারী করিয়া বিদায় । সমাদরে সদাগরে পালঙ্কে বসায় ॥ খট্টাঙ্ক উপরি অঙ্গ বারাঙ্গণা সনে । কিসুখে রহিল নিশা ভেবে দেখ মনে ॥ এইরূপ কৌতুকে গত বিভাবরী । তিমির তেজিল তনু হেরি তিমিরারি ॥ ভাস্করে তস্কর তুল্য দেখে সাধু সুত । চিত্ত মধ্যে চিহ্নিত হইল যথোচিত ॥ গাত্রোত্থান করি পরে আসিয়া সাহিরে । ক্রমে প্রাতঃ ক্রিয়া সব সমাপণ করে ॥ পরে কহে প্রিয়সিরে শুনহ কাহিনী । নগর হইতে আন উত্তম নাচনী ॥ নৃত্যগীত মহোৎসবে লক্ষতঙ্কা ব্যয় । করিবেক যদবধি থাকিব আলয় ॥ শুনিয়া সম্মতা তাহে হইয়া যুবতী । নিত্য নিত্য নৃত্য গীতে রঞ্জে রসবতী ॥ এইরূপ কিছু দিন সদানন্দে যায় । উভয়ে উভয়প্রেমে মোহিত উভয় ॥ দিবা বিভা বরি তাহে গীত বাদ্য রত । বাই খেমটা কতো বাজি করে নানা মত ॥ সদাগর উনমত্ত পিরিতে তাহার । দিনে দিনে মনে মানে স্ত্রী আপনার দেখিয়া তাহার ভাব দ্বিজ কাঙ্গি পদ । কহে সাব ধান

সাধু ঘটিবে বিপদ॥

লঘু ত্রিপদী॥ এইরূপ নৃত্য, হয় নিত্য২, নিত্য বাড়ে নবরস। নিত্য অর্থ ক্ষয়, নাহি ভাবে ভয়, প্রেমের হইয়া বশ॥ এরূপ সুখেতে, কিছু দিন গতে, ধনের নির্দ্ধন পায়। অবশেষে ধনি, হইয়া নির্দ্ধন, বণিকেরে গিয়া কয়॥ শুন মহাশয়, অর্থ হৈল ক্ষয়, ধনাগার হৈল খালি। পূর্ব্বের সঞ্চিত, যা ছিল কিঞ্চিত, বঞ্চিত এবে সকলি॥ নিত্যাধিক ব্যয়, মাস গত হয়, হিসাবে অতিত ক্রর। শুন প্রাণধন, দিলে কিছু ধন, সন্তুষ অন্তর আমার॥ শুনি সাধু পুত্র, হয়ে হৃষ্টচিত্র, যাইয়া গুপ্ত আগারে। হাসিতে প্রকাশি, রত্নের রাশি, আসি দিল কামিনিরে॥ হেরি বহুধন, উল্লাষিত মন, যতনে গ্রহণ করে। রমণী বিস্ময়, হৈল অতিশয়, নিশ্চয় করিতে নারে॥ বুদ্ধি অতিশয়, গণিকার হয়, যোগিরে ভুলাতে পারে। প্রাপ্ত হয়ে রত্ন, বণিকেরে যত্ন, অতিশয় বৃদ্ধি করে॥ সদত সতর্কে, তর্কে তর্কে থেকে, নিশ্চয় করিতে নারে। নষ্টবুদ্ধি মতি, চিন্তাকরি অতি, হৃদয়েতে স্থিরকরে॥ বস্তুরগুণেতে, উদর হইতে, উগারয়ে বহুরত্ন। নহে মহৌষধি, মন্ত্র তন্ত্র আদি, মম এই যুক্তি ভিন্ন॥ এইরূপে কত, দিবা হলে গত, সদাগরে গিয়া কয়। শুন মহাশয়, অর্থ হৈল ক্ষয়, পূর্ব্বমত সমুদয়॥ শুনিয়া তখন, সাধুর নন্দন, পুরাইতে সে বাসনা। করি শীঘ্র গতি, করিলেন গতি, সম্ভাষিল বারাঙ্গণা॥ সঙ্গেতে দম্পতি,

শয় জীবন । বহু দুঃখে শুক শির করিল বমন ॥ অব শন্ন কলেবর হয় নেত্র তারা । লুটাইয়া পড়ে ক্ষিতি নেত্রে বহে ধারা ॥ কুলটার কুমন্ত্রণা কে বুঝিতে পারে । মায়াতে মায়াবী হয় তুল্য নিশাচরে ॥ সাধু সুত মূর্চ্ছাগত সেই অনুসারে । গণিকা যাইয়া তথা বমন সেহারে ॥ বমন ধুইয়া ধান পাইল তখন । মাংস পিণ্ডাকারে এক সুবর্ণ বরণ ॥ লিখিয়াছে সেই বস্তু করিয়া ভক্ষণ । পরম সুখ করি সুখী হৈল তখন ॥ সদাগর অঙ্গে দিয়া অগৌর চন্দন । বহু যতনেতে তার করিল সেবন ॥ সুস্বাদু ভোজন দিয়া করি পরিতোষ । প্রাণ কান্ত রঙ্গ রসে জন্মায় সন্তোষ ॥ তৎপরে শশাঙ্ক অস্ত পূর্ণায় গগণে । ভানু চন্দ্র প্রকাশিলা আসিয়া বিমানে ॥ দিবার প্রকাশ দেখি বণিক নন্দন । স্নান পূজা আদি করিল তখন ॥ ভোজনান্তে আরম্ভ করিল নৃত্য গীত । নানা রাগ রঙ্গে করে মধুর সঙ্গীত ॥ গায়ক আসিয়ে বহু তাহার ভবনে । মধুর সুস্বর ভরি গায় জনেজনে ॥ এইরূপ সদানন্দে মোহিত সকলে ॥ দিনান্তেতে দিন নাথ অস্তা চলে চলে ॥ হইল তিমির ময় তিমিরারি গতে । পরিচারিকারা বাত্তি জ্বালে চারি ভিতে ॥ পুলকে আলোক জ্বালি করিল সম্পূর্ণ । উদয় হইল যেন আসি সোম পূর্ণ ॥ বিভাবরী হেরি সবে করি জলপান । চর্ব্বণ করিয়া পান মনে সুখ পান ॥ তানপুরা পুরা পুরা মারিতেছে তান । মধুর তানেতে গায় সুমধুর গা

ন্ ॥ পাখোয়াজ মন্তস্বরা মধুর সেতারা । তবলা ঢোল
ক বীণ্ বাজায় কেতারা ॥ বেহালা মন্দিরা বাজে সুম
ধুর বীণা ॥ নাহি কোন অন্যরূপ গীত বাদ্য বিনা ॥ প
রমার্থ তত্ত্ব গায় কাঠিনার্থ সব । ভাবকে পাইতে ভাব
ভেবে সারা সব ॥

গীত যথা ॥ শুনহে মানব সব সুধাস্তুর উপা
খ্যান । যাইতে পারিবি যাহে নিত্যানন্দ নিকেতন ॥
গুড় মনে কৃষ্ণ ভাব, স্বভাবে ভাবহ ভব, আছে যে ভা
র না ভব, হয় না কি স্মরণ । তাই বন্ধু সুত দারা মনে
কেন হও সারা, সব তাই দারার দ্বারা, কবে না কাজে ক
রণ । মানব মরিলে সব, দিব্যাঙ্গ হইবে শব, তখন কি
হবে ভাব, কোথা করিবে গমন ॥

পয়ার ॥ অতঃপর নৃত্যগীত কাঁদিয়া রহিত । শ
য্যাগারে যায় রামা সাধুর সহিত ॥ ভঙ্গিত বরণী ধনী
ধরি সাধুকরে । শয়ন করিল গিয়ে সুখ শয্যাপরে ॥
প্রথমেতে বাক্য যুদ্ধ পরে অস্ত্রবল । যুদ্ধ ছলে রস ক্রী
ড়া ক্রমেতে প্রবল ॥ কভু কভু মল্ল যুদ্ধে উন্মত্ত হয় ।
ন মান সুরত রণে উপশান্ত নয় ॥ রঙ্গে বঙ্গে মুণ্ডে মুণ্ডে
ভুজ তড় তড়ী । করাঘাত দন্তাঘাত শব্দ চড় বড়ী ॥
কভু পড়ে কভু উঠে রঙ্গে তাড়া তাড়ী । গড়া গড়ী যায়
দোঁহে করি জড়া বড়ী ॥ অবশেষে সদাগর পুষিয়া স
ন্ধান । কোপ করি কামিনীরে মারে অগ্নিবাণ ॥ বাণক্ষে
রি বরাননা আতঙ্কে শিউরে । যুড়িল বরুণ বাণ রঙ্গে

সুত করে ।। হুতাশন হত হয় জলের পরশে । সুখ বারি হেরি দোঁহে সুখার্ণবে ভাসে ।। অপরে মম্বরে সুখ স্মরেতে লাজে । মৃদুস্বরে হাস্য করে লজ্জাকর কাজে ।। সুখ সাধে মগ্ন মন বণিক্ তনয় । বণিক্ তনয় যেন ব ণিক্ তনয় ।। কহে দ্বিজ কালিপদ শুন সাধু সুত । ভাবিলেনা পেয়েছোকি শাস্তি সমুচিত।সামান্য সুখে তে এত মগ্ন করি চিত। শুক নাশা সুখে তুমি হয়েছো বঞ্চিত ।।

ছন্দ ত্রিপদী ।। এরূপ দুজন, কথোপ কথন, গপ্পেতে সরে স্বল সর্করী । সুখ হতে শেষ, নিশা হয় শেষ, নিদ য়ে উদয়ে তিমিরারি ।। ত্যেজি নিদ্রাসন, উঠিয়া তখন, প্রাতঃ ক্রিয়া ক্রমে সব সারে । শিবের অর্চনা, গৌরি আরাধনা, করেদিয়া নানা উপহারে ।। পূজা সাঙ্গ পরে, বসিয়া আহারে, খাইলেক নানা বিধ খাদ্য । বিকালে সকলে, মহা কোলাহলে, আরম্ভ করিল গীত বাদ্য ।। রজনী যোগেতে, পদ্মিনী সহিতে, সুখেতে বঞ্চে সুখ যামিনী । এই রূপে কত, দিবা হলো গত, সাধু সুতে বি রত কামিনী ।। দিনে দিনে ধনী, পুর্ণাবয়ে মণি, নগরে তে হয় মহাধ্বনী । সবে জানা জানি, করে কাণা কাণি, নগরে উঠিল মহাধ্বনি ।। সারি নিজ কার্য্য, বণিকেরে ত্যজ্য, করিবারে মনেভাবে রামা । অলটা স্বভাবে, সে ভাবে অভাবে, প্রেমে একবারে দিল ক্ষমা ।। করিয়া ছ লনা, কহিছে ললনা, ধন দিয়া মোরে তোষ নাথ । শুনি

দশ লক্ষ মুদ্রা তাঁর রাঢ়া নহে পণ ॥ তাহে সদাগর হয় জ্ঞান বান্ গুণী। আমরা সকলে তাহে ধনি মধ্যে গুণী ॥ যার ধনে আপনার হৈল এত ধন। কেমনে বঞ্চন তুমি করিবে সে ধন ॥ তাই বলি এ তোমার নহেতো উচিত। এরূপ কহিতে তাহে বিদরয়ে চিত্ত ॥ শুনিয়া মোহিনী ক্রোধে কহে দাসী প্রতি। একি তোর রীতি দাসী আমাতে অপ্রীতি ॥ আমার মনেতে তাহে হয়েছে বিগুণ। আগুন তোমার মুখে কথা নিস্ গুণ ॥ চিরকাল সকলেতে খাও মম পন। নাকি লাজ সুখ্যাতি করহ মম পর ॥ শুনি সু কঠিন বাণী সখিরা কাতর। শীঘ্রগতি করে গতি যথা সদাগর ॥ বদন ঢাকিয়া তারা সদাগরে কয়। ঠাকুরাণীর অনুমতি ত্যজিতে আলয় ॥ এস্থান ত্যজিয়া এবে করহ প্রস্থান। যে স্থলেতে বাঞ্ছা তথা করগে পয়ান ॥ নিষ্ঠুর উত্তরে সাধু নাকরি উত্তর। অনি লৈয়া পুরী ছাড়ি চলিল উত্তর ॥ পূর্ব্বাবধি খড়্গ তুয় সঙ্গেতে আছয় ॥ শুকের শোণিত গুণে তীক্ষ্ণ অতিশয় ॥ কান্দিতে কান্দিতে যায় পেয়ে বহু দুঃখ। দাবানল সম দুঃখানলে পোড়ে বুক ॥ কভু ভাবে জীবনে ডুবিব বান্ধি শিলা ॥ নতুবা ত্যজিব প্রাণ গলে হানি শিলা ॥ এরূপ ভাবিয়া গ্রাম মধ্য দিয়া যায়। পাগল বলিয়া লোক ধূলা দেয় গায় ॥ সদাগর বলে মোরে বিধাতা বিগুণ। সেই জন্য দেয় সবে কাটা ঘায়ে নুণ ॥ এই রূপ বহু রূপ করিল ভাবনা। কি দুঃখে রহিল সবে কর

ক্ ভাবনা ॥ দাবানলে বন দগ্ধ দেখে সর্ব্বজনে। মনান
লে পোড়ে মন জানিবে কেমনে ॥ যার মন সেই জানে
মনের বেদনা। অন্য কি জানিবে বল অন্যের যাতনা ॥
কাননে প্রবেশে শেষে করিয়া মন্ত্রণা। তৎকালেতে শু
ন এক দৈবের ঘটনা ॥ বিকট দশন এক নিশাচর গতি।
গমনে পবন তুল্য করিতেছে গতি ॥ কি জানি কি মনে
তার হইল তখন। গতিরোধ করিলেন পাইয়া কানন ॥
অসিত বরণ অঙ্গ তাম্রবর্ণ কেশ। তাল ক্রম দীর্ঘ দেহ
ভয়ঙ্কর বেশ ॥ নেত্র জ্বলে উল্কা তুল্য শিরে জটা তার।
নিশ্বাসে নির্গত বায়ু প্রলয় আকার ॥ সু বর্ণের কৌটা
ছিল জটার ভিতরে। বাহির করিয়া রাখে ধরণী উপ
রে ॥ আচ্ছাদন মুক্ত তার করিল যখন। রূপবতী কন্যা
এক দেখিনু তখন ॥ তাহার কাছেতে এক কাষ্ঠ কৌটা
ছিল। তাহার গুণেতে সর্ব্ব দ্রব্যাদি পাইল ॥ নানা দ্রব্য
খাদ্য পায় বিছানা পালঙ্ক। রহিল নিদ্রায় শেষে প্রসা
রিয়া অঙ্গ ॥ সিন্ধ কৌটা কোমরেতে করিয়া বন্ধন। নি
দ্রিত হইল শেষে হয়ে অচেতন ॥ কেবল জাগিয়া মাত্র
আছিল রূপসী। রুদ্যমান হয়ে ধনী শিয়রেতে বসি ॥
যখন আসিতে ছিল সেই নর অরি। লুকাইয়া ছিল সা
ধু বৃক্ষা শ্রয় করি ॥ অসুরে নিদ্রিত দেখি সাধুর নন্দন।
দ্রুতগতি গিয়া তারে করিল ছেদন ॥ নর ভক্ষকের ক্ষয়
করি মহাবলে। সেভয়ে অভয় দিয়া কামিনীকে বলে ॥
নাহি ভয় পরিচয় দেহলো রূপসি। কি নাম কোথায়

ধাম্ কাহার মহিষী ॥ অনুমান্ হয় তুমি মানবী হই
বে। বিরূপ ত্যজিয়া রামা স্বরূপ কহিবে ॥ সন্দেহ হ
য়েছে দেখে নিশাচর স্থানে। দূর্জ্জনের সঙ্গে বাস হই
ল কেমনে ॥ অনুপমা দেখি তব রাখিলাম প্রাণ। ভয়
নাহি করি আমি যায় যাবে প্রাণ ॥ শুনিয়া সুন্দরী ক
হে যোড় কর করে। নিঃস্বরে সুস্বর অতি নিন্দি পিক
বরে ॥ অবধান মহাশয় পরিচয় কহি। মানব কুলেতে
জন্ম নিশাচরী নহি ॥ বঙ্গ দেশ অধিপতি চন্দ্রসেন
রাজা। নর লোকে নৃপতিকে করে সবে পূজা ॥ তাহার
তনয়া আমি সত্য পরিচয়। অকপটে কহিলাম মিথ্যা
কিছু নয় ॥ ভগ্নী ভ্রাতা নাই মম নাম সুধাবতী। এক
কন্যা জন্য সবার প্রিয় ছিলাম অতি ॥ রাক্ষস সহিতে
হয় যে রূপে ঘটন। হৃদয়ে পাইবে শোক করিলে শ্রব
ণ ॥ কহে দ্বিজ কালীপদ শুন সদাগর। তোমারি হইতে
দুঃখনারির বিস্তর পাথার ॥ এইযে রাক্ষসেও বিনাশিলে
জীবনে। যুদ্ধেতে জিনিতে তারে নারে দেব গণে ॥ গি
লিবারে গিয়াছিল দেব দিবাকর। সেই ভয়ে ভানু রহে
গিয়া লঙ্কান্তর ॥ আমার পিতার পুরী প্রবেশিয়া ব
লে। ছল করি শ্লোক এক মহি পাঠে বলে ॥ রাজ্য স
হ যাহে পিতা হইলেন ক্ষয়। এই সেই প্রশ্ন কহি শুন
মহাশয়। শ্লোক। অরবিন্দু নামে কন্যা বনমাঝে বাস। অ
রণ্য আশ্রম কালে জীবন বিনাশ ॥ অসুর মহিষী তি
নি জ্ঞাত সব জন। তার আদ্য বর্ণ তুমি করহ গ্রহণ ॥

যে স্থলে জীবন তিনি করেণ ধারণ । সেই স্থলের পুষ্প মেতে করহ অর্পণ ।। তাহাতে যাহার নাম কহিবে প্রশ্ন । জানিহ পৃথিবী প্রিয় হন সেই জন ।। তাহারে ভক্ষিলে যেবা হয় বলবান । তার শির স্থিতি হন পুত্র পৃথিবীর ।। শিব চক্ষু দিয়া তায় করিয়া মিলন । কে পারে নাশিতে এই শির ধরে কোন জন ।। তাহার নন্দনে স্মরিকেন সেই বীর । মহাবল বান তার অক্ষয় শরীর ।। সে স্থলে প্রিয় ভক্ষ্য সেই দুর্লভ হয় । কেন তার মাতা পর হইলে তনয় ।। উত্তর করিতে পিতা না পারিয়া তায় । রাক্ষস সদনে হৈল স্ব রাজ্যে সংহার ।। সদাগর পুত্র কন শুনহ সুন্দরি । প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি না পারি ।। ধনি বলে প্রশ্ন উত্তর কর মহাশয় । বলিব তোমারে আমি কহিনু নিশ্চয় ।। দুরাচার রাক্ষস কহিয়া ছিল পণ । যে দিবে উত্তর মোরে পাবে সেইজন ।। সেই স্থলে বহু রাজা হয়েছে নিধন । অদ্যাপি নাশিতে না পারিল কোন জন ।। সদাগর বলে শুন প্রশ্ন বাক্য তার । অরবিন্দু নামে কন্যা পদ্ম নাম তার ।। অসুর সুতের নাম তাহার মহিষী । বন জীবনের নাম শুনহ রূপসী ।। পদ্মের লইয়া পঃ বনের আদ্যে দিলে । পবনের নাম তাহে জনা রাসে মিলে ।। তাহাকে ভক্ষিলে প্রাণ বলবান হয় । সকলেতে খ্যাত তার শিরে মণি রয় ।। মণি অর্থ ৭ সপ্ত শিব চক্ষু অর্থ ৩ তিন । এই শি

রে দশানন না ভাবিহ ভিন ॥ নন্দন কানন তার নাশি
ল মাকৃতি । তারপিয় ভক্ষ্যকলা শুন রস বতি ॥ পূর্ব্বা
বধি দেখি ইহা বিধির সৃজন । কদলি জন্মিলে তরু
করয়ে ছেদন ॥ নারি বলে পুষ্পে তুষ্ট করিলে যেরূপ ।
প্রাণ বাঁচাইলে তব নহে এ স্বরূপ ॥ অঙ্গীকার করিয়া
ছি করিব বরণ । কহ এ কাননে কেন তব আগমন ॥
অন্তরেতে বাঞ্ছা বড় হয় শুনি তারে । আত্ম পরি চয়
প্রভু কহিবে আমারে ॥ একাকি অরণ্য মাঝে দেখিলা
তোমায় । মানব না হবে তুমি হেন জ্ঞান হয় ॥ হা
সিয়া কহেন তবে বণিক তনয় । দেশ ত্যাগি বন বাস
সেই রূপে হয় ॥ শুনিয়া উভয় দুঃখ দুঃখিত উভয় ।
অবশেষে বরাঙ্গনা বণিকেরে কয় ॥ সঙ্কটে করিলে
ত্রাণ মারি দুরাচার । সেই জন্য দিব তব জন্য পুরস্কা
র ॥ আছয়ে অপূর্ব্ব কৌটা দুষ্টের কাঁকালে । বন্ধন করি
য়া ছিল শয়নের কালে ॥ কাম্য কৌটা নাম তার গুণে
অসম্ভব । যে দ্রব্য চাহিবে তাই করিবে প্রসব ॥ শুনি
য়া কৌটার কথা সাধু হরষিত । কোটি কাটি করে তা
হা করিল ত্বরিত ॥ সাধু বলে কৌটা তুমি যদি সিদ্ধ
বান । ত্বরায় আমারে এক দেহত বিমান ॥ দুজন বসি
তে পারি দৃশ্য ভাল হয় । বহুনের হয় যেন দৃশ্য ভা
ল হয় ॥ শুনহ সকলে সেই কৌটার চরিত । নেত্র পা
লটিতে রথ হয় উপনীত ॥ রত্নেতে খচিত তাহা দে
খিতে বিচিত্র । স্থির চিত্তে চিত্র করে করেছে সুচিত্র ॥

স্বর্ণ্ণ সন দুইখানা মাণিকে খচিত । চিত্ত হরা চিত্র ক
রা দৃষ্টেহরে চিত ॥ নয় চূড়া অষ্ট ঘোড়া সং যক্ত পা
খা । প্রবাল জবর তার মাণিকের চাকা ॥ নাচিলেতে
সাজাইল সহিত যুবতী । বিমানে উদয় যেন রতি র
তি পতি ॥ বিমানে বিমানে করি অনেক ভ্রমণ । অব
শেষে মৎস্য দেশে দিল দরশন ॥ অপূর্ব্ব আনন্দ নগর
অমরের পুরী । কত অট্টালিকা রহিয়াছে সারি সারি ॥
সুবর্ণের ঘর কত সুবর্ণের দ্বার । স্থলে স্থলে মণি জ্ব
লে শোভা চমৎকার ॥ এমন অপূর্ব্ব পুরী সব শূন্যা
কার । নগরের মধ্যে নাহি জনের সঞ্চার ॥ দণ্ডক্ষণ ব
সি করি নগরে ভ্রমণ । শোকেতে দায় দুঃখ চিন্তা করিল যো
গ্য । সং কত বুঝাইয়া সাধুর নন্দন ॥ প্রবেশ করি
ল তার জনক ভুবন ॥ কিন্তু বাদে ভয় বাদে অন্তরে
দোহার । দ্বিজ কালি পদ কহে রচিয়া পয়ার ॥

॥ ত্রিপদী ছন্দ ॥

প্রবেশিয়া স্বর্ণ পুরী, নগরের ভয় ভারি, স্থানে
স্থানে দেখি নর শির । রাক্ষসে করেছে ক্ষয়, গৃহ ময়
অস্থিময়, দৃষ্টেহয় কম্পিত শরীর ॥ তখন রমণী কয়,
কেন মিছে কর ভয়, অনুমতি কর কৌটা বরে । যক্ষ র
ক্ষ কি কিন্নরে, অসুর অমর নরে, ত্রি সংসারে আর ভ
য় কারে ॥ কাছে আছে কৌটা সিদ্ধ, তার বলে কার্য্য
সিদ্ধ, অসাধ্য কি আছে এ সংসারে । পাইয়া অক্ষয়
সুখ, হয়ে আছে অধো মুখ, পূর্ব্বদুঃখ মারিয়া অন্তরে ॥

স্তাল শান্তি দিব তার, ভাব নাকি আছে তার, অঙ্গি
সার করিব ভাণ্ডার । এতেক কহিয়া ধনি, খুলিয়া তার
ঢাকনি, কহে শুন কাহিনি আমার ॥ মনে আছি অ
তি লাষী, সুজি দেহ দাস দাসী, করিবারে পুরী পরি
ষ্কার । যে দেখি এ সম্ভব, রাশি রাশি আছে শব, দে
খি সব সাপ শবাকার ॥ শুনি বাক্য এ সকল, কৌটা
খুলিলি বল, যোগ বল হৈতে তার জন্ম । সৃষ্টি ভৃ
ত্য বহু জন, করিলেক সমর্পণ, আদেশ লইল যেই ক
র্ম ॥ বিচ্ছান। মশারি পদি-গিরেক পুনঃ আদি, আয়ো
জোন আজ্ঞা অনুসারে । সেন কালে দিবা কয়, সুজন
সে তমোময়, আল জ্বালি নাশে অন্ধকারে ॥ অট্টালি
কা পরে পরে, দেখিছে আলো করে, পুরে শিল সু স
জ্জিত ঘরে, । নাথরে রমণী কয়, শুন ওহে মহাশয়,
লাজ কয় কহিতে তোমারে ॥ বয়ক্রম গত ষোল, বি
বাহ নাহিক হল, চির কাল ভুঞ্জেলাম দুঃখ । পিতা
মাতা পর লোক, জাগিছে সে হৃদে শোক, প্রজা পতি
আমারে বৈমুখ ॥ বিশেষে করিছি পণ, সাধিবারে
হল মন, লহ পাণি যোড় পাণি মোর । এদিন সুদিন হ
য়, দীনে দিকে পদাশ্রয়, দুঃখ নিশি হয় তবে ভোর ॥
পেয়েছি এ সুখ রাতি, নিশাতে কি বার তিথি, শুভা
শুভ সুখে হলে মন । পতি হলে মনোমত, পূর্ণ হয় ম
নো রথ, স্বর্গ ভোগ হৈলে ও কানন । সদাগর হাসি কয়,
এ বাড়া কি ভাগ্যোদয়, ব্রহ্মা যদি যাচি দেয় বর । না

চি লক্ষ্মী দেয় কড়ি, ইন্দ্র দেয় স্বর্গ ছাড়ি, বশীভূত হয়ে থাকে হর ।। দরিদ্রের পেলে ক্ষুধা, সে সময় পেলে সুধা, কহ সে কি করেনা ভক্ষণ। খঞ্জ যদি পদ পায়, অন্ধের লোচন হয়, কথা কয় বাক রোধ জন ।। এত কিনা হয় সুখী, কহ দেখি বিধুমুখি, বাউলের করেতে চাঁদ। রমণী যত্নের প্রায়, পুরুষ নিকট তায়, ধরে পাতি ময়নের ফাদ।। আমার বিরহানলে, সতত অন্তর জ্বলে, সেই রূপ যাতনা তোমার। বিলম্ব বিফল আর, কর শীঘ্র প্রতিকার, নিবারে শোকের সংসার।। এই রূপে আলাপন, উভয়ে উভয় মন, শোক সিন্ধু তরি বার আশে। কহে কবি কালিপদ, পদ বলে ভাব পদ, বিরহ যাইবে অনায়াসে।।

।। একাবলি ছন্দ।।

এরূপ কহিয়া সাধুর সুত, বিবাহ করিতে হৈল উদ্যত, বলে কৌতুকী শুন আমার বাণী। পারি জাত মালা দেহতো আনি।। চন্দন কুঙ্কুম সুগন্ধ বাস। বহু মূল্য বস্ত্র আনিয়া রাস।। পুঞ্জ পুঞ্জ করি পূরাও আবাস। পূর্ণ কর মোর মনের আশ। আরম্ভ দ্রব্য যথা যোগ্য মতে। ত্বরায় তাহারে কহে আনিতে। এতেক কাহিনি শুনি তাহার। আনিল সুগন্ধি কুসুম হার। বসন ভূষণ রতন আর। নানা বর্ণ বস্ত্র বর্জন ভার। খাদ্য নানা বিধ জাতি সুতার। ধরণীতে তুল্য নাহিক তার। বিচিত্র বিচোনা সুচিত্র অতি। কিরণে অরুণ রতন জ্যোতি। সপ্ত ম

পি দিয়া সর্ব্বত্রে খচিত । দেবতা দুর্ল্লভ সুলভ এত ॥ বেল আয়ি ঝাড় দেয়াল গিরি । সাজাইল গৃহে দু ধারি করি ॥ বহুত প্রহরি দ্বারে আছয় । মাতঙ্গে তুরঙ্গে আ তঙ্গ হয় ॥ বহু দাস দাসী প্রকাশি বলে । বণিক তনয় নিকটে বলে ॥ সম্বল সবল প্রবল হল । আরপ্রয়োজন কি আছে বল ॥ শুনি সাধু বলে করিয়া হাস্য । নগরে তে কর নর প্রকাশ্য ॥ শুনিয়া সে কার্য্য সাধনে যায় । মহাধুম ধেথা পড়ে বিয়ায় ॥ পারি জাত মালা করি য়া করে । পরস্পর গলে প্রদান করে ॥ মূল মন্ত্র মন অ র্পিয়া তাতে । বিবাহ নির্ব্বাহ গন্ধর্ব্ব মতে ॥ নব রূপ প্রেম আলাপ পরে । সুখাদ্য দ্রব্যাদি ভোজন করে ॥ যখন দুজন খাইল পান । তখন সখীরা আরম্ভে গাণ ॥ যোগ বলে যত গায়কে গাণ । যোগানন্দ সম আরম্ভে তান ॥ ছত্রিশ রাগিণী ষড় রাগেতে । গাইছে গায়কে রাগ রাগিতে ॥ ঝমকে থমকে নাচিছে নাচনি । ঝুনু ঝুনু ঝুনু নূপুর ধ্বনি । দোথয়া মধুর সেকাব্য রসামনোজ্ঞ ঙ্কারেতে ধ্বোছে শ্রবণ ॥ ক্ষণেক বিলম্বেতে সুধাবতী । বিশ্রাম জন্য দিল অনু মতি ॥ অন্য ঘরে তারা করি লে গতি । পতি সঙ্গে রঙ্গে মাতে যুবতি ॥ শৃঙ্গার ॥

বিরহ অনলে দহিয়া বালা । কান্ত পাশে না শে সে সব জ্বালা ॥ ভুবন মোহন গগণ প্রায় । কামি নী তৎ পরে চন্দ্রোদয় ॥ তারা তারা প্রায় কি শোভাক রে । চিকুর মেঘে ঢাকে সুধা করে ॥ তড়িত উদয়

করিছে হাসি। নিশ্বাসে প্রকাশ পবন আসি। কঙ্ক
ণ সুধ্বনি করিছে ধনি। বিমানে যেমন ঘণ্টার ধ্বনি।
কুচ চূড়া হেন রথের কেতু ॥ কর দিল সাধু সুখের হে
তু। পীনা কুচ স্তন মর্দনে ঘন। যুবতির অতি প্রফু
ল্ল মন। নবীন তরণী যুবক নেয়ে। অতি বেগে যায়
তরণী বেয়ে ॥ সুধাম্বুর মাঝে নবীন তরী। তরঙ্গের
রঙ্গে উঠে শিহরি। বলে উহু মরি সহে না বঁধু। ম
কুলে কতই থাকিবে মধু। আজি রতি রঙ্গেতে কো
মা দেহ। না পারি সহিতে জ্বলিছে দেহ। সাধু বলে
রস হে রস নাতি। রতি রঙ্গ রস সুখের জাতি। স্যাঁ
তে পারিবে ক্ষণেক পরে। ভয় জয় ধ্বনি কর অন্তরে।
দুঃখ বিনা সুখ কাহার আছে। কহ শুনি ধনি ত্রিলো
ক মাঝে। দেখ যত দেব অসুর গণে। জলধি মন্থি
ল সুধা কারণে ॥ বারিধি মন্থিয়া পাইল দুঃখ। শে
ষে খায় সুধা করি কৌতুক। তাই বলি তোমায় স
বাসনি। মন্থনেতে কেন করিছ হাসি। নারী বলে কেন
ভুলাও তুমি। সে সকল ভাল জানিহে আমি। বল
দেখি নাথ পরে কি হল। পুন মন্থে কেন উঠে হলা
হল। তাই বলি শুন হে প্রাণাধিক। প্রথমে অসহ্য
মন্থনাধিক। সাধু বলে ধনি ক্ষণেক থাক। সুধার
উত্পত্তি কৌতুক দেখ। এই রূপ বহু বুঝায়ে তায়।
পুন হাল ধরি বসিল নায়। ঘন আলিঙ্গন করিছে
দান। কভু সুধা মত করেণ পান। রতি আসে তার

দেখিয়া রতি। মন জে ব্যথিত দোঁহেতে অতি ॥ বহু কষ্টে তরি কিনারা পায়। হালি বান্ধি মাঝি তটে দাণ্ডায়। একরূপ বিহার দোঁহার হয়। নিশাহ্ন শেষ শশী পলায়। কহে কালি পদ তৎ প্রেমা সক্ত। গুরু জন লাজে বর্ণ্ণনা শক্ত। তজ্জন্য রহিত রস বর্ণ্ণণ। ক্ষমিবে সেদোষ পাঠক গণ ॥

পয়ার ॥ স্বকার্য্য সাধিয়া দোঁহে বসিয়া পা লঙ্গে। দিব্য কাব্য করে কত নানা রস রঙ্গে ॥ নব প্রেম বৃত্তা অতি প্রেম আলাপন। করিতে করিতে হে রে উদয় তপন ॥ বলে নাথ দিন মাথে হয়েছে উদয়। নিশা নাথ এত শীঘ্র হইল কি ক্ষয় ॥ সাধু বলে ন রা নন। একি অনুচিত। তপন দিলেক তাপ চিত্তে য থোচিত ॥ বোধ হয় হয় নাই নয় তিন হবে। পাই য়া তোমাকে শীঘ্র ত্যজিতে কি হবে ॥ ভুজিলে জ র্বা উ পাই দিবা বিভা দুঃখ। অব শেষে এক পাই পাইলাম সুখ ॥ এই রূপ ভাস্করে রে তিরস্কার করে। গাত্রোত্থান করে পরে আইল বাহিরে ॥ প্রভুয়ের সে ই নিথি আছে নিতি নিতি সেই অনুসারে সব সারে স ধু পতি ॥ নগরেতে কলরব মনুষ্যের শুনে। উল্লা ত হইলেন আপনার মনে ॥ হেন কালে কাম্য কৌ কর যোড়ে কয়। এজনের নিবেদন শুন মহাশয় ॥ অ নু মতি করিলেন পূজা সৃজি বারে। সাধ্য মতে বস লেম বাসিন্দা নগরে ॥ দোকানি পসারি হাট বাজা

ব্যাপারী। বহুবিধ রূপবতী কুলবতী নারী ॥ চারি ব
র্ণ সৈন্য করি অগণ্য প্রস্তুত। ক্ষত্রি ওমরাও আর ফ
রাসি রজপুত ॥ অশ্বগজ পদাতিক আর পশু নানা। ন
হবৎ বারিক গড় কে করে গণনা ॥ চিড়িয়া খানায় না
না জন্তু দেখিতে উৎসব। জন্মায় নরের মনে যে দেখে
সে সব ॥ সহর অন্দরে ছিল কুসুম কানন। জীবন ত্য
জিতে ছিল বিহীনে জীবন ॥ উদ্যান পালকে তাহে ক
রি নিয়োজিত। ক্রমে সে সকল ফুল হবে প্রস্ফুটিত ॥
বাদ্য করে বাদ্য করে বাদ্য কর যারা। করিয়াছি সৃজ
ন সুজন মনোহরা ॥এমনি মধুরতার বাজায় স্বভাবে।
সে রবে কে রবে বল বিরস স্বভাবে ॥ টিকারা টিঙ্কারা
বাজে সু মধুর ঢোল। শাণা বেণা তানা বাজে মৃদঙ্গ
মাদোল ॥ রাম কাড়া জয় ঢাক বাজে জগ ঝম্প। নাগ
রা দগোড় ডঙ্কা শব্দে ধরা কম্প ॥ ঢ্যাম ঢা ধ্যাম ঢা বা
জে লক্ষ লক্ষ কাশী। কাংস্য করতাল বাজে সু মধুর
বাশী ॥ তূরী ভেরী ধুধুরী বাজায় সপ্তস্বরা। খঞ্জনী ডম
রু বাজে মধুর সেতারা ॥ শারেঙ্গ আগিন বীন বাজি
তেছে বীণা। ঢোলোক তবলা শিঙ্গা বাদ্য বাজে নানা ॥ মন্দিরা তানপুরা বাজে বেহালা সারিন্দে। পা
খোয়াজ মেঘ রবে বাজায় আনন্দে ॥ বৈঠক খানায় হ
য় বৈঠকী গাহনা। অন্য অন্য দিকে বাজে অপর বাজ
না ॥ অনুমতি অনুসারে সারিয়াছি কাজ। আর কি ক

রির তাহা কহ যুবরাজ ॥ সদাগর বলে সব হএছে স
স্পূর্ণ। তথাপি না হয় সুখ রাজ্যাস্পদ ভিন্ন ॥ পাত্র
মিত্র সভাসদ সৃজিয়া সকলে। সম্রাট করহ মোরে ধ
রণীর তলে ॥ শুনি সপ্ত সিন্ধু বারি আনিয়া তখন।
অভিষেক করি দিল রাজ সিংহাসন ॥ উজীর নাজীর
কত দেওয়ান মুনসী। পেস্কার জমাদার দারোগা বক
সী ॥ পিয়াদা পাইক ভাট সম্রাট সভায়। যোগ বলে
প্রকাশিত করিল ত্বরায় ॥ মৎস্য দেশে রাজত্ব পাইয়া
স্বর্ণ মালী। সদানন্দে দিনে দিনে করিছেন কেলি ॥
মৎস্য দেশ স্থাপন হইল পুনরায়। কহে কবি কালীপ
দ রচিয়া ভাষায় ॥

ত্রিপদী ॥ এই রূপ মৎস্য দেশে, সাধু সিংহাস
নে বৈসে, নিত্য নিত্য ভুঞ্জে নানা সুখ। দিনে রাজ্য
কার্য্য করে, রজনীতে অন্তঃপুরে, বঞ্চে কাল করিয়া কৌ
তুক ॥ শুন বলি অতঃপর, কাঞ্চীপুর মহীশ্বর, স্বর্ণ কে
তু নামে মহারাজা। রাজ্যে নাহি রোগ শোক, সর্ব্বকা
ল সুখভোগ, রাম রাজ্য প্রায় পালে প্রজা ॥ চারিটী
তনয় তাঁর, রাজা অতি ভাগ্যাধার, ধরণীতে সবে করে
মান্য। যাগ যজ্ঞ হোম ব্রত, সৎকর্ম্মে সদারত, যুধিষ্ঠি
র তুল্য তাঁর পুণ্য ॥ রূপ রতী নামে নারী, রূপে নিন্দি
বিদ্যাধরী, তাঁর রূপ অসাধ্য বর্ণন। সে বরণ সু এমন,
লাজ পায় অভরণ, সে নারী রতির অভরণ ॥ রতীরূপে
রতি তার, অহঙ্কার ছারখার, হয় রূপ করিলে দর্শন।

কে বলে সুবর্ণ সোণা, এক্ষণে কি যায় শুনা, করে সেই রূপ নিরীক্ষণ ॥ যদি কোন গন্ধে রয়, মনে হয় অগিভয়, দৃষ্টে দুর পুরুষের মন ॥ অধিক কি কব আর, গর্ব্ব খর্ব্ব চপলার, লাজে হয় মেঘে সম্বরণ ॥ নিদিব উপমা তার, পাদপদ্ম বিধাতার, বহুশ্রমে করেন সৃজন ॥ আ পাদ মস্তক তার, বর্ণিবারে সাধ্য কার, অনুপম নাহিক তেমন ॥ স্থির চিত্তে শুন তবে, সে রূপের তুল্য শাস্ত্রে, যেইরূপ ধরেছেন ইন্দ্র ধনী। সুধাপানে সুরাসুরে, নানা রূপ অসুরেরে, ভাণ্ডিলেন হইয়া মোহিণী ॥ দেখে সেই গুপ্তি মূর্ত্তি, বাড়াতে আপন কীর্ত্তি, পুরুষ পতি চাহিছেন তারে। সে নারী মোহিনী রূপ, সদাজাগে তার রূপ, দ্বিজ কাশী পদের অন্তরে ॥

পয়ার ॥ একদিন মহারাজা বসি সিংহাসনে। দৈবাৎ হইল বাঞ্ছা যাইতে কাননে ॥ সৈন্যগণে সাজিবারে করি অনুমতি। মৃগয়ার সাজ পরে পরিল ভূপতি ॥ লক্ষ লক্ষ রথী সাজে অসংখ্য পদাতি। তিন লক্ষ অশ্বারূঢ় দুইলক্ষ হাতী ॥ ঢালি পাক রায় বাঁশে আর তিরন্দাজ। সাজিয়া চলিল সবে সহ মহারাজ ॥ কৌতুকে ভূপতি আর মন্ত্রী দুই জন। মনোহর স্যন্দনেতে করি আরোহণ ॥ গমনে পবন প্রায় প্রবেশে বিপীনে। নানাবর্ণ পশুগণে নাশিবারে মনে ॥ মহাভয়ঙ্কর বন দীর্ঘ তরুবর। নানা পক্ষী বিরাজিছে তাহার উপর ॥ ভল্লুক শার্দ্দূল আর কেশরীর স্বর। চারিদিগে উঠিতেছে সই।

ঘোরতর। সসৈন্যেতে সে বিপিনে প্রবেশ রাজন। বিপি
ন ব্যাপিয়া করে পশু অন্বেষণ॥ ধীমান বিমানে পরি
করে শরাসন। অধিকাংশ কুরঙ্গেরে করিছে নিধন॥
বহু বৃক বরাহ বানর আর হরি। স্ববলে সবার প্রাণ নাশি
তেছে হরি॥ বহুবল নৃপদল দশলক্ষ হয়। পশুপতি তু
ল্য পশুপতি করে ক্ষয়॥ বিস্তীর্ণ বিপিন প্রায় পঞ্চাশ
যোজন। মহাধ্বনি করি সবে করে পলায়ন॥ দীর্ঘ দীর্ঘ
কপি হয় পর্ব্বত আকার। দৃষ্টি মাত্রে সকলেরে করয়ে
সংহার॥ ঝোপ ঝাপ কূপ আর শাখা পল্লবেতে।
সবে যায় সে সবার সম্মুখ হইতে॥ এরূপেতে মুখ্য
রায় করিছে শীকার। তৎকালেতে শুন এক কার্য্য চম
ৎকার॥ দৈব যাহা করে তাহা হইতেই চায়। সম্মুখে
কুরঙ্গী এক দেখিলেন রায়॥ উচ্চে প্রায় তুল্য বর্ণী অ
বর্ণ্য সৌন্দর্য্য। রজত বরণ অঙ্গ গমনে মাধুর্য্য॥ দর্শ
কাংক্ষী হয়ে ভূপ বলেন স্বায় বলে। সযত্নেতে কুরঙ্গী
রে ধরহ সকলে॥ যদি কার কাছ দিয়া কুরঙ্গী পলায়।
অসির পরশে তারে নিব যমালয়॥ নৃপতির অনুমতি
অতি ভয়ঙ্কর। প্রাণ ভয়ে সকলের কাঁপিছে অন্তর॥
মহাবলবান তারা অতুল্যাঙ্গবল। সকলে মেলিয়া ধ
রে অশ্বী মহাবন॥ রাজন যখন তায় হইল সওয়ার।
মহাবেগ ভরে ঘুড়ী উড়ে শূন্যোপর॥ ধরেশ্বর অশ্বি
হৈতে হইয়া অধর। অবিরত স্রোত বহে নয়নের ধারা
ভাবে রায় প্রাণ যায় পড়িয়া বিপাকে। বলে হায় এ

কিদায় অশ্বিনীর পাকে।। বসিলাম পৃষ্ঠোপরি হেরি মনোহরা। মনোহরা হয় হয়ে হয় প্রাণ হরা।। হায় হায় কি হইল অরণ্যেতে আসি। হারাইলাম প্রাণের প্রাণের প্রেয়সী।। অশ্বিনী হইল মম মরণের মূল। এই রূপ ভাবে ভূপ-না দেখিয়া কুল।। অতি অল্প দিবা আছে এমন সময়। বিন্ধ্য গিরি পর্ব্বতেতে উত্তরিল হয়।। সকলে বিখ্যাত শৈল মহা ভয়ঙ্কর। যাহার শৃঙ্গেতে ঢাকে দেব দিবাকর।। অগস্ত্যের আসা আশে অদ্যাপি সে আছে। অবস্থিতি কৈল অশ্বী গিয়া তার মাঝে।। রাজা অচৈতন্য সেই তুরঙ্গীর উপরে। ধীরে ধীরে ধরা [illegible] রাখে ধরাপরে।। কিঞ্চিৎ বিলম্বে তার হইলে চেতন। অক্ষি উন্মীলিয়া দেখে মহা ঘোরবন।। স্বপক্ষ নাহিক কেহ কাছে অশ্বি মাত্র। স্থির ভাবে ভাবে যেন পুত্তলিকা চিত্র।। তৎ কালেতে শুন এক অপূর্ব্ব ঘটন। দিন মণি অস্ত যায় নিশা আগমন।। নিশাকর অরণ্যেতে প্রকাশিলে জ্যোতি। পূর্ব্বরূপ ত্যজি অশ্বী হয় রূপবতী।। কিবা অঙ্গবর্ণ্ণ বর্ণ্ণে হেন কোন জন। যা দেখি কুঞ্চিত স্বর্ণে ঘৃণা করে মন।। বিনাযিত বিনে [illegible] কুর বিভায়। ব্যথিত হইয়া ব্যাল বিলে নিবসয়। [illegible] ছি ছি চামর চয় সে চিকুর তুলা। যারা করে অধিক অরসিক সে গুলা।। কপাল ভূপালে শোভে সিন্দুরের বিন্দু। জ্ঞান হয় অননেতে সরোজীর বন্ধু।। সুধাংশুর অংশু মনে করিয়া বিশ্বাস। অধরে কুমুদী গিয়া করি

করিছে বাস ॥ হেরি নিজ মধুর স্বরূপে অনাদর। মানি
নী পদ্মিনী পশে সলিল ভিতর। ভুরু দেখি জ্ঞান হয়
মহেন্দ্রের ধনু। সকলে শাসিতে রাখি গিয়াছে অতনু
খঞ্জন গঞ্জন দুই রঞ্জনায়া আঁখি। শ্রুতি মূলে নিমূল
বংশের গ্রীব পাখি ॥ তিল ফুল নহে তিল তুল নাতে না
সা। নাকে করে পুরুষ কুলের ধৈর্য্য নাশ ॥ পদ্মরাগ দর্প
নাশকে দুই গণ্ড। ঢল্ ঢল্ করে করে যোগির যোগ
খণ্ড ॥ হায় সে দশনে তুলা এ দাড়িম্ব বীজ। যা হেরি
নির্বীজ শাপ হইল নির্বীজ ॥ মাঝে মাঝে কাল রেখা শো
ভিছে তাহারে। তাহার সঙ্কেতে দিব উপমা কাহারে ॥
চিবুকে কে সাধে স্বামী বিন্দু পরায়েছে। নির্মল শশি
তে যেন কলঙ্ক ঘটেছে ॥ গলদেশ কম্বুনয় বর্ণন বিষয়
কণ্ঠে নীল কণ্ঠকণ্ঠ হয় অতিশয় ॥ পরিসর উরে কুচ কো
রক উভয়। যাহা হেরি মেরু চূড়া বলি ভয় হয় ॥ তদু
পরে প্রভাবে ঝলকে মুক্তাহার। হিমালয় শৃঙ্গ কিম্বা
সুরধুনী ধার ॥ উদরে ত্রিবলী বলিবারে কেবা পারে।
মন্মথের উঠিতে সোপান বলি যারে ॥ গভীর নাভির
তুলা সরোবরে হয়। মনে নাহি মানে বলে হয় কিনা হ
য় ॥ তাহাতে এমন ভাবে উঠে লোমাবলী। কুচকোক
ধরিবারে যেন ব্যাল বলী ॥ বিপুল ভাবিনী বাহু বল
ন সুন্দর। দরশন করি করিশুণ্ড ভাবে ডর ॥ চম্পক ক
লিকা গুলি অঙ্গুলি শোভায়। করমূলে বলয় সে সুন্দর
বলয় ॥ নিতম্ব সুভার ভারি দেখি তার ঠাম। বিশ্বজয়ী

রথচক্র থুইয়াছে কি নাম॥ হায় হায় তদুপরে শোভে চন্দ্রহার। কি বাহার কি বাহার বলিব তাহার॥ কেশরী কিশোর কোটি কদলীর অতি। কদলীর ক্রম দলি উরু রসবতী॥ রক্তকোক নদমদ খণ্ডি পদদ্বয়। নির্ম্মল নখেতে অতিশয় প্রকাশয়॥ প্রভু রসিক কালীপদ ভাবি কালীপদ। ভাবিতে ভাবক বলে বলে বলে পদ॥

॥ পয়ার ॥

হেরিয়া তাহার রূপ ভাবিত ভূপতি। হয় হয়ে না হয় হয় চমৎকৃত অতি॥ বলে একি নিশাচরী কিম্বা বিদ্যাধরী। আইল কাহার নারী বুঝিবারে নারি॥ হেন অপরূপ রূপ কোথাও না দেখি। একদৃষ্টে রহে রায় না ফেলিয়া আঁখি॥ ভূপের বিরূপ মন দেখিয়া রূপসী। অধরে না ধরে তার অট্টঅট্ট হাসি॥ মহারাজা বহুরূপ চিন্তা করি মনে। অপরে জিজ্ঞাসা করে রমণীর স্থানে॥ কহ শুনি সুবদনা কাহার কামিনী। মদন মোহিনী কিম্বা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী॥ যেরূপ রূপসী তুমি কহনে না যায়। যোগী ত্যজে যোগাসন দেখিলে তোমায়॥ স্বরূপ করিয়া রামা কহিবে আমায়। মায়াবী মানবী কিম্বা রাক্ষসী প্রায়॥ সত্য কহ সুলোচনা পাইয়াছি ভয়। এভয়ে অভয় দিয়া দেহ পরিচয়॥ আছিলে [illegible] এখন দেখিয়ে মোহিনী। সেরূপ ত [illegible] কহ বরাননী॥ ধনী করি হাস্যধ্বনি বলে দণ্ডধর। ত্যজি ভয় মহাশয় শুন অতঃপর॥ মায়াবী দানবী নহি সুর পু

রী ধাম। ইন্দ্রের নর্ত্তকী আমি তিলোত্তমা নাম।। বি
খ্যাত এ ত্রিজগতে জানি নৃত্যগাত। দৃষ্টে অমরের হয়
চিত্ত পুলকিত।। একদিন সুরপুরে পরাশর ঋষি। কৌ
তুক দেখিতে যায় হয়ে অভিলাষী।। মুনি রাজে সুরেশ্ব
র দেখিয়া তখন। পাদ্য অর্ঘ্য দিয়াদিল বসিতে আসন
মুনি বলে কহ ইন্দ্র তোমার কুশল। শক্র বলে তব কৃপা
গুণেতে মঙ্গল।। পরে কর যোড়ে বলে সহস্র লোচন।
কহ মুনিরাজ তব কোন প্রয়োজন।। ভাগ্য বলে যদি
আসিয়াছ তপোধন। কহ কি করিলে তব তুষ্ট হয় মন
শুনি মুনি বলে শুন সুনির নন্দন। অন্য কোন বিষয়ে
তে নাহি প্রয়োজন।। তবে যদি জিজ্ঞাসা করিলে সুরেশ্ব
র। নৃত্য দেখিবারে বড় বাঞ্ছিত অন্তর।। আছে যে নর্ত্ত
কী তিলোত্তমা সুরূপসী। তার নৃত্য দেখিবারে আছি
অভিলাষী।। শুনি বজ্রপানি ডাকি আনিয়া আমারে।
সহাস্য বদনে বলে নৃত্য করিবারে।। কহিলেন তিলো
ত্তমা নর্ত্তকীর প্রধানা। তব নৃত্য দেখিবারে মুনির কাম
না।। শুনিয়া ইন্দ্রের বাণী দেখি মুনিবরে। মৃগ চর্ম্মে ব
সিয়াছে সভার ভিতরে।। গলেতে তুলসী মালা শিরে
জটাভার। অঙ্গেতে বিভূতি মাখা বিকৃতি আকার। শ
রীর হয়েছে শুষ্ক তপস্যায় অতি। সে অঙ্গের মহাতেজ
অনলের জ্যোতি।। ভস্মের ভূষণ অঙ্গে দেখিয়া তাহার
অশুর সদৃশ জ্ঞান হইল আমার।। মনে করি বজ্রধারি
আনিল আমারে। ইহার নিকটে নৃত্য করিবার তরে।।

হেনরূপ তুচ্ছ জ্ঞান করি মুনিবরে। অন্তরের কথা ঋষি জানিল অন্তরে ॥ যোগ বলে নাহি কিছু অগোচর তার। ডেকে বলে তিলোত্তমার বড় অহঙ্কার ॥ হত শ্রদ্ধা করে মোরে যৌবনের ভরে। পশু যোনি হয়ে জন্ম লভ মর্ত্ত্য পুরে ॥ শুনিয়া তাহার বাক্য উড়িল পরাণ। চরণে ধরিয়া বলি কর পরিত্রাণ ॥ করেছি কু কর্ম্ম ঋষি করি অহঙ্কার। তার সমুচিত ফল ফলিল আমার ॥ অলঙ্ঘ্য তোমার বাক্য লঙ্ঘে কোন জন। কৃপা করি কর প্রভু শাপ বিমোচন ॥ তুমি মহা যোগীশ্বর যোগেশ সমান। আমি কি জানিব নারী অতি অল্প জ্ঞান ॥ বহুস্তব স্তুতি পরে সদয় হইয়া। শাপান্ত বিধান মোরে দিলেন কহিয়া ॥ যাও তিলোত্তমা কেন করিছ রোদন। অতি শীঘ্র হবে তব শাপ বিমোচন ॥ ভ্রমিবে অরণ্যে দিনে হয়ে তুরঙ্গিনী। রজনী হইলে হবে পরম মোহিনী ॥ ইহা কহি মুনিরাজ হৈল অন্তর্ধ্যান। তদবধি মর্ত্ত্যপুরে আমার প্রয়ান ॥ দিবসে অশ্বিনী রূপে ভ্রমি বনে বনে। প্রাপ্ত হই নিজরূপ নিশা আগমনে ॥ পূর্ব্ব বিবরণ যাহা ঘটেছে আমারে। সকল স্বরূপ কথা কহিনু তোমারে ॥ শুনিয়া সন্তুষ্ট নৃপ পাই প্রাণ আশ। দ্বিজ কালীপদ করে ভাষায় প্রকাশ ॥

॥ ত্রিপদী ॥

শুনিয়া তাহার বাণী উল্লাসিত নর মুনি, ত্যজিলেক

হৃদয়ের ভয়। ভাবে আজি সু মঙ্গল, বিধি নিধি মিল ইল, শাপে হয় মম বর হয়।। এরূপ ভাবিয়া রায়, মে হিনীর প্রতি কয়, শুনশুন অনঙ্গ মোহিনী। শুনিয়া তে মার দুঃখ, সদাসুখে জ্বলে বুক, যে দুঃখ ভোগিছ তুমি ধনী।। কেন মিছা চিন্তা তার, ভাবিলে কি হবে আর, যদি শাপ খণ্ডিবার নয়। ইলেকিছু দিবান্তর, হইবে শাপান্তর, কাল ক্রমে যাবে ইন্দ্রালয়।। অতএব বি নোদিনী, আমারে ভজহ ধনী, তবে মম দেহে রবে প্রা ণ। নচেৎ তব বিদ্যমান, অবশ্য ত্যজিব প্রাণ, স্মরা ক রি কর যে বিধান।। শুনিয়া মোহিনী কয়, একি কথা ম হাশয়, করিবারে অনাচার কর্ম। ক্ষমা কর নর স্বামি, নরেরে করিতে স্বামী, নারী নারি করিতে অধর্ম।। এ ক্ষেত্রে অধর্ম ফলে, প্রাণ রক্ষা বৃক্ষ ফলে, বিফল সে সুখ স্বগ ভোগ। করি নৃপ অনুযোগ, মিছা কেন ভোগা ভোগ, মম সহ করি সহযোগ।। আর কেন করেশ্বর, গ লোপরে দিয়া কর, রোদন করিছ বার বার। এ সকল সু রেশ্বর, শুনিলেহ মহীশ্বর, মহা শাস্তি হবে দু জনার।। রায় কান্দে ধরি পায়, বলে প্রিয়ে প্রাণ যায়, প্রেম দা য়ে লইনু শরণ। অনুগত পদানিত, হয়ে প্রায় জ্ঞান হত, কদাপিও করণা বঞ্চন।। শুনিয়াছ শিবিরায়, রাখি ব্রা হ্মণের কায়, নিজ কায় বিলায় বৃকেরে। দণ্ডী হয় কৃষ্ণ রিপু, ভীম তার রাখে বপু, সমর অমর সহকরে।। কত শত আছে আর, কত নাম কব কার, সবে রাখে শরণা

করি সহ যোগ ॥

॥ পয়ার ॥ অথ দ্ব্যার্থ যমক ॥

কামিনী লইয়া সুখে ভূধর হৃদয়ে। যামিনী যোগেতে থাকে ভূধর হৃদয়ে ॥ হেন রূপে তথা দিন করেণ যাপন। তিলোত্তমা করাইয়া ছিলেন যাপন্দ। মহাসুখে রাজা দিন করেণ বঞ্চিত। পরিবার রাজ্য সুখে হইয়া বঞ্চিত ॥ তৎ কালেতে দুরবস্থা কাঞ্চীপুর দেশে। প্রজাগণ হত হয় হিংসুকের দ্বেষে ॥ রাজ্য হীন রাজা রাজসিংহাসন শূন্য। সেইজন্যে ছিলসব ছিন্নভিন্ন শূন্য ॥ পরস্পরে হয় সবে মহা অত্যাচারী। দমন করিতে নারে রাজ, শিশু চারি ॥ নাহিক বিচার হয় পাপাচারী সব। সেই জন্য কোপান্বিত হইয়া বাসব ॥ অনাবৃষ্টি করি ধান্য করেণ বেভায়। দেখিয়া সবার অতি বিষম বেভায় ॥ ভূপতির দারা সারা পতির স্বভাবে। দিবা বিভা বরী সতী ভাবিত স্বভাবে ॥একদিন দৈব যোগে বারিদ উদয়। দেখিয়া সবার হয় সুখের উদয় ॥ মহী মহীতলে মত্ত নৃত্যকরে ঘন। কৃশ ছিল কৃশী চাসে নাদেখিয়া ঘন ॥ ঘন দেখি ক্ষিতি ভারা ত্বরায় করে ঘন। যাহে শস্য হৈতে চায় অতি ঘন ঘন ॥ বারিদ হেরিয়া ধ্বনি করিছে মোহিনা। শুনিয়া মোহিনীর ধ্বনি মোহিত মোহিনী ॥ ধরা হইতেছে দগ্ধ বিহীনে জীবন। অন্নাভাবে দৈন্যপ্রজা ত্যজিছে জীবন ॥ সকলে পাইবে প্রাণ ফলিলেই ফল। যদি মেঘ গর্জ্জ নেতে নাহয় নিস্ফল ॥

এই ভাবি রাজ রাণী আছিল মোহিতে। তৎকালে দেখিল জল পূর্ন্তিত মহীতে ।। কিন্তু কান্তা কান্তা ভাবে দিবানিশি জ্বলে। সে জ্বালা যাইবে কিসে এ সামান্য জলে ।। যদবধি নরপতি ত্যজিয়াছে দেশ। তদবধি রাজ রাণী ওদনেতে বেষ ।। কভু কান্দি বলে পতি হাহা প্রাণধন। তোমার বিচ্ছেদে ত্যয়াগিব প্রাণধন ।। কেমন কুক্ষণে গিয়া প্রবেশিলে বনে। অধিনীরে ডুবাইয়া শোক সিন্ধু বনে ।। হাহা প্রাণ হাহা পতি জীবনের তারা। তোমা হারা হয়ে হারা নয়নের তারা ।।অদ্যাবধি আছে প্রাণ করি তব আশা। জানিনা হলেনা কেন আপনার আশা ।। বহুদিন গত কোন সম্বাদ নাপাই। সেই জন্যে কোন সুখ গৃহেতে নাপাই ।। তুমি গতি বিধি মম মন প্রাণ সব। তোমার বিচ্ছেদ ভাবে হয়ে আছি শব ।। এ সময় অসময় আসি দেখা দেহ। দেহেতে রাখহ প্রাণ দেখাইয়া দেহ ।। এইরূপ বিনাইয়া কান্দে রাজ দারা। শৈল হয় শত খান সে শোকের দ্বারা ।। কহে কবি কালী পদ দয়ার সাগর। ভাবনা কি রাজ রাণী পাইবে নাগর ।। জাননা পুরুষ রীতি অতি কদাচার। মধু তন্ত্রে মত্ত মন না করে বিচার ।।

।। ত্রিপদী ।।

এই রূপ রাজ রাণী, হারা হয়ে নর মণি, নিত্য নিত্য কান্দে সু বদনী। উদরে না ধরে অন্ন, শরির হয়েছে জীর্ণ, ভাবনায় দিবস রজনী ।। এখানে অরণ্য মাঝে, ভূপ

তি সমুদায় মোহে, নিত্য নিত্য করে সুখ ভোগ। দিনে নারী অশ্বী রূপে, ভ্রমণ করায় ভূপে, কাল ক্রমে গর্ভের সংযোগ॥ নারী গর্ভ বতী হলে, ভূপতি তাহারে বলে চল প্রিয়ে আলয়ে আমার। দেখ এ অরণ্য মাঝে, আপনার কেবা আছে, কার কাছে থাকিবে হে আর॥ বিশেষে গহণ বন, পশু পক্ষী অগণন, চারি দিগে করে কলরব। তাহে তুমি রূপ বতী, হইয়াছ গর্ভ বতী, বল আর কি রূপেতে রব॥ দিনে হও অশ্বী বেশ, পশুগণ মধ্যে দ্বেষ শেষ করিবারে সবে চায়। তোমার পক্ষের বলে, গমন করহ বলে, পশু বলে ধরিতে না পায়॥ এক্ষণে গর্ভের ভরে, যাইবারে শৈন্য ভরে, তব সাধ্যে না হইবে আর। এরূপ ভূপের বাণী, শুনি হিত মনে মানি, শীঘ্র যায় আলয়ে তাঁহার॥ অতিশয় বেগভরে, বিমানে গমন করে ধীমান আছেন পৃষ্ঠো পরে। প্রাণ পণে করে গতি, প্রাণেরে জিনিয়া গতি, নিমেষে প্রবেশে কাঞ্চী পুরে॥ চারি দণ্ড দিবা কর, যখন বিমানো পর, দণ্ডধর প্রবেশে আবাসে। ভূধর বিচ্ছেদ ভাবে, শোকাকুল ছিল সবে, হেরি তাঁরে সুখার্ণবে ভাসে॥ রাণী শুনি সু সংবাদ, করে যেন করে চাদ, প্রাণ নাথের প্রত্যাগমনে। না ছিল প্রত্যাশা তার, দেখা হবে পুনর্ব্বার, বহু দিন গত যে কারণে॥ রাজা অশ্বিনীর পাকে, পড়িল বিষম পাকে, পাছে টের পায় পুত্রগণে। দিবা প্রায় শেষ শেষ, তুরঙ্গিণী নারী বেশ, হবে শেষে শশি আগমনে॥ এই জন্য মহী রাজ, না

করিয়া কাল ব্যাজ, অন্তঃপুরে রাখে তুরঙ্গিণী। কহে ক বি কালীপদ, কেন রাজা এ বিপদ, একা হ যুগল মো হিণী॥

পয়ার॥ ভূপাল বিচ্ছেদে সবে ছিল শোকাকুল। নরেশে দেখিয়া শেষে মানে সুপুতুল॥ আনন্দের নাহি সীমা নানা বাদ্য বাজে। নৃত্য গীত মহোৎসব কাঞ্চী পুর মাঝে॥ রাজার তনয় চারি আসিয়া নিকটে। চরণ বন্দিয়া অগ্রে রহে কর পুটে॥ কুশল বারতা রাজা জি জ্ঞাসি তখন। পরস্পর ক্রোড়ে করি করিল চুম্বন॥ তৎ পরেতে পাত্র মিত্র সভা সংযত। সকলে সন্তোষ করে রাজ নীতি মত॥ এই রূপ পরস্পর মোহিত যখন। দিবাপ্রভা তেয়া গিল নিশা আগমন॥ পরি চার কেরা হেরি হইল যামিনী। ঝাড়ে ঝাড়ে বাতি সব জ্বালিল অমনি॥ রজনী হেরিএ রাজা যায় অন্তঃপুরে। অশ্বিনী মোহিনী রূপে আছে যে আগারে॥ সে ঘর সুন্দর অতি বর্ণনে বিস্তর। স্থানে স্থানে মণি জ্বলে দৃষ্টে মনোহর। তরুণী বনিতা সহ অবনীর পতি। হাস্য পরি হাস্য ক রে আনন্দিত মতি॥ রাণির বান্দিনী গণে মোহিনী হে রিয়া। স বিশেষ কহে তারা সত্বরা হইয়া॥ অবধান ঠা করাণী নিবেদি চরণে। অসম্ভব কাব্য এক দেখিনু নয় নে॥ যেই তুরঙ্গিণী রাজা রাখিল ভবনে। তিনি যে মো হিণী রূপ দেখিনু নয়নে॥ মায়াধরী অপ্সরী কি হবে নিশাচরী। মায়া রূপে আসিয়াছে দেখ পাটে শ্বরী॥

ভূপের এরূপ কর্ম্ম শ্রবণেতে শুনি। মোহিণীরে দো
বারে চলিল মোহিনী॥ সখিরা যে রূপ বলে সকলি
রূপ। সরূপ দেখিয়া রামা হইল বিরূপ॥ নিজ ঘরে
আসি পরে হয় ভাবান্তর। হরিষে বিষাদ তার প্রবে
শে অন্তর॥ শোকাম্বর পরি সেই পর্য্যঙ্ক উপর। শুইল
শবের প্রায় হয়ে শোকান্তর॥ হেন কালে নরাধিপ প্র
বেশি আগারে। জঘন্য সাজেতে দেখে শুয়ে মহিষারে
অপরূপ রূপ তার সে রূপ কি ঢাকে। অন্ধকারে আলোক
রে লুকায় কিসে তাকে॥ নাছিল আলোক তথা রমণী আ
শ্রয়। লাবণ্য জ্যোতিতে গৃহ ছিল জ্যোতি ময়॥ ভা
বে ভূপ ভাবান্তর হেরিয়া মোহিণী। তরঙ্গিণী নারী
বুঝি দেখিয়াছে ধনী॥ এই রূপ কিছু ক্ষণ চিন্তা করি ম
নে। মহিষীরে তুষ্ট করে মধুর বচনে॥ বলে কেন বিধু
মুখী এরূপ নিরখি। সে রূপ ত্যজিলে কিসে সত্য ক
হ দেখি॥ স্বরূপ কহিবে এবে বিরূপ নাহবে। কি বি
রাগে এ বিরাগ প্রকাশিলে এবে॥ তালতিওট গীতং

ত্যজ প্রাণ দুর্জ্জয় মান, রবে উভয়ের মান, আমারে
অপমান প্রাণ করণা। আমার একথা মান, রবে উভয়ে
র মান, নতুবা হবে কিবল যাতনা। হেরি তোর চন্দ্রান
ন, অস্থির হয় প্রাণ, সুস্থির করলো সুলোচনা॥

এই রূপ তিন দিন সাধে রাজা তাকে। অন্ন জল ত্যজি রা
ণী সদা ভাসে শোকে॥ বিশেষিয়া কত আর করিব র
ণন। বহু কষ্ট পরে হয় দোহার মিলন॥ ভূপতির সুখ

ভোগ নহে কোন দিন । প্রায় দুজনার মান ভাঙ্গে প্রতি দিন ॥ কভু তিলোত্তমা মৌনী কভু বিভা বতী। সাধিতে সাধিতে তার যায় দিবা রাতী ॥ এই রূপ কিছু কাল কাল ক্রমে যায় । অধীনি মোহিণী রূপ রাষ্ট্র রাজ্য ময় হইলে দশম মাস গর্ব্ভের যাতনা । উদয় হইল আসি প্রসব বেদনা ॥ জামিনাতে সে কামিনী প্রসবে নন্দন । তাহার রূপের তুল্য অতুল্য ভুবন ॥ কি মাতার তুল্য রূপ নিন্দি নিজ মাতা । অপরূপ রূপ তার দিয়াছেন ধাতা ॥ রাজার হইল পুত্র জ্ঞাত সর্ব্বজন । মহা কোলাহল ধ্বনি করে প্রজাগণ ॥ এই রূপে দুই চারি পাঁচ মাস যায় । ছয় মাসে অন্নদিতে মহা ধুম হয় ॥ অধীনির গর্ব্ভ জাত হইল নন্দন । অশ্ব মঞ্জু বলি নাম রাখিল রাজন ॥ আধু আধু মধু বাক্য স্পষ্ট নাহি হয় । ক্রমে পঞ্চ বৎশরের হইল তনয় ॥ ভূপতির চারি পুত্র আছয়ে অগ্রেতে । নিযুক্ত থাকয়ে তাহা রাজ্যের কার্য্যেতে ॥ নৃপতি থাকেন সদা অন্দর মধ্যেতে । তরণী ভার্য্যার সহ প্রেম আলাপেতে ॥ দূত মুখে বার্ত্তা পেয়ে কলিঙ্গ ভূপতি আক্রম করিল আসি সৈন্যর সংহতি ॥ শুনি রায় তনয়ের বীরত্ব প্রকাশ । তিলোত্তমা ত্যজি রহে বিভা বতী বাস ॥ তাহার নিকট রাজা ছিলেন যখন । মুনি শাপ বিমোচন তাঁহার তখন ॥ নারিল যাইতে স্বর্গে তনয়ের স্নেহে । বঞ্চিল বাঞ্ছিতে ক্ষিতি পতি মায়া মোহে ॥ ভূ

স্বামী ত্যজিল তায় এমন সময় । সে দুঃখ পাসরে মা দেখিয়া তনয় ॥ অথ নন্দার বিদ্যা বুদ্ধি কি কহিব আর । চারি বেদ চোদ্দশাস্ত্র মুখাগ্রেতে তার ॥ ষোড়শ বৎসর বয়ঃ হইলে নন্দন । নৃপতির মূর্চ্ছা পীড়া জন্মিল তখন ॥ প্রতিদিন তিনবার যেন কেহ কয় । রক্ষমে বিক্রমাদিত্য সতীত্ব নাশয় ॥ তৎকালেতে হয় এক আর তিন ধ্বনি মহীপতি মোহ যায় সেই শব্দ শুনি ॥ বহু কষ্ট পরে রায় পুনঃজ্ঞান পায় । বৈদ্যের নিদানে কিছু ঔষধি নাপায় ॥ ডাকি চারি তনয়েরে কহে নরমণী । আনহ তদন্ত কোথা হৈতে হয় ধ্বনি ॥ তোমরা নৃপুত্র মম বংশের তিলক । হেরিলে বয়ান হয় হৃদয়ে পুলক ॥ কি করি নাহিক বাঞ্ছা পাঠাতে বিদেশ । কিছু দিন জন্য সবে ছাড়হ স্বদেশ ॥ শুনি শীঘ্র চারিজনে পিতার বচন । যাত্রা করি করিলেক তরি আরোহণ ॥ বহু হয় গজ লয় লক্ষ লক্ষ সেনা । প্রবাল মুকুতা আদি অর্থ লয় নানা ॥ এইরূপ ধুম ধাম করিয়া সকলে । গীত বাদ্য কোলাহলে সদানন্দে চলে ॥ তৎ কালেতে অথ নন্দা অস্থির নন্দন । জোড় করে নৃপতিকে করে নিবেদন ॥ অবধান নরমণী মম নিবেদন । বাঞ্ছা হয় তব বাঞ্ছা করিতে সাধন ॥ অতএব অনুমতি কর মহাশয় । শব্দের তদন্ত জানি কহিব নিশ্চয় ॥ শুনি ধরণীর পতি সন্তানের বাণী । কারিব্যারে সে তদন্ত কহিল অমনি ॥ পিতৃ বাক্য শিরে ধরি ভূধর তনয় । জননী সদনে সব বিশেষিয়া কয় ॥ যা

ইব বিদেশে মাতা অনু মতি দেহ। পিতৃ বাক্য না পালি লে বৃথা ধরা দেহ ॥ শুনিয়া সজল নেত্রে তিলোত্তমা কয় যাইবে বিদেশে বাছা শুনি ভয় হয় ॥ রাজার কার্য্যের জন্য বাধা দিতে নারী। যে হেতু কয়েছে বিধি ভূধরে র নারী ॥ অত এব লহ ধন গোলাম অঙ্গুরী। জীবনের ভয় নাই রাখ করে করি ॥ যক্ষ রক্ষ কিন্নর কি মায়া ধ রী হয়। নহিবে কাহার শক্তি করিবারে ক্ষয় ॥ যথাই চ্ছা তথা কারে যাহ বাছাধন। এক্ষণেতে অমরা পুরে আমার গমন ॥ যখন এখানে তুমি আসিবে নন্দন। স্ম রণ করিলে মম পাবে দরশন ॥ এত বলি তিলোত্তমা স্বামিরে কহিয়া। ইন্দ্রালয়ে গেল শাপ বিমুক্তি পাইয়া ॥ দুঃখ চিত্তে অশ্ব মঞ্জা মায়ের আদেশে। উত্তরে চলিল সেই শব্দের তল্লাসে ॥ পূর্ব্বের সজ্জিত এক ছিল অশ্বব র। দৃষ্টিতে জঘন্য কিন্তু গমনে সুন্দর ॥ সেই অশ্বের পৃষ্ঠে বসি নৃপতি নন্দন। বিমানে বিহঙ্গ প্রায় করিল গমন ॥ প্রেয়সী বিচ্ছেদ ভাবে কাতর ভূপতি। তাহা তে পুত্রেরা করে বিদেশেতে গতি ॥ মহীপালের চিন্তা দেখি কালীপদ কয়। ভাবনা কি কার্য্য সাধি আসিবে তনয় ॥

॥ লঘু ত্রিপদী ॥

একরূপ কজন, ভূধর নন্দন, অর্জ্জন করিয়ে চলে। অ শ্ব মঞ্জা তার, অগ্রেতে সবার, যায় অশ্ব পক্ষ বলে ॥ ন ন্দী রাজ্য কত, শৈল কত শত, অবিশ্রান্তে চলে হয়। হে রি মহা সিন্ধু, নৃপ সুত কিন্তু, হয় কিন্তু কিন্তু নয় ॥ অনা

শে তাহারে, অপহেলো করে, পায় হৈল অশ্ববর। হেরি সিন্ধু পায়, রাজার সমায়, নাবিল ধরণী পর ॥

অথ দ্ব্যর্থ যমকঃ ॥

তৎকালেতে অশ্ব, হইল অদৃশ্য, অশ্ব মঞ্জা পায় ভয়। তৎ পরেতে অশ্ব, হইল অদৃশ্য, অশ্ব মঞ্জা পায় ভয় ॥ পলাইল হরি, পলাইল হরি, সদয় হইল হরি। হেরি সোমো দয়, ভয় সমুদয়, রাজ পুত্র হরি হরি ॥ স্মরিয়া শ্রীহরি, করিল শ্রীহরি, অশ্ব পতি তট পরে। ক্রমে যত উঠে, তত ভয় উঠে, পুবেশে অরণ্য পরে ॥ অটবী দুষ্কর, পশুর নিকর, নিকর নাহিক হয়। দেখে সে সকল, হইয়া বিকল, কভু বা মূর্চ্ছিত হয় ॥ বলে এ সঙ্কটে সমন নিকটে, নিতান্ত প্রাণান্ত হল। অশ্ব ছিল আশা, তার বলে আসা, মম আশা কাল হল ॥ বলে প্রাণ হরি, মম প্রাণ হরি, কোথায় যাইলে হরি। আছিল যে আশা, সে আশা নিরাশা, বিবরে ঘেরিল হরি ॥ হরির উদয়ে, হরি সমুদয়ে, ভয়ঙ্কর ধ্বনি করে। শাখা পরে হরি, বি বরেতে হরি, প্রাণ যায় হরি করে ॥ ফণা ছাতা সম, হইল বিসম, হরি সম সব হরি। মুখে হলা হল, করে হল হল, গিলি বারে পারে হরি ॥ আসিতেছে হরি, কোথহে শ্রীহরি, প্রাণ রাখ হরি হরি। নতুবা আমারে, করিবে উদরে, বনে প্রাণ ধরি হরি ॥ জয় গোবর্দ্ধন, গোলোকার ধন, গোধন পালন হরি। নমস্তে বাসব কতর্ক-যাসব, অঙ্গ-জঙ্গ ভয়ে হরি। জয় শ্রীনিবাস,

য়ে নিবাস, বিবরে হইল কান্তে। জয় শ্রীচৈতন্য, নিত্য জনার্দ্দন, দামোদর হে শ্রীকান্তে ॥ জয় দীন নাথ, দীন জন নাথ, কৃপাকর হে মাধব। থাকিয়া গোকুলে, থাকিয়া গোকুলে, বাঁচায়ে ছিলে মাধব ॥ ধ্রুবকে বিপিনে, বাঁচালে বিপিনে, তোমা বিনে কেবা পারে। বিপিন বেহারি, জয় রিপু হারি, মরি হে সিন্ধুর পারে। সঙ্কটে প্রহ্লাদে, রাখিলে আহ্লাদে, হরি বিষ হরি তার অহিবিষ খায়, নিবেদি তোমায়, বিষ হল সুধাতার ॥ জয় কৃষ্ণতে জয়, করিয়াছ বিজয়, বাঁচাইলে ধনঞ্জয়ে। আমারে এবার, নাথ সারাৎ সার, হিংসুক জীবের ভয়ে তোমাবিনে আর, কে আছে আমার, কাকার স্মরণ লব। তুমি ভয় ত্রাতা, বিধাতার ধাতা, সর্ব্বজীবে সম ভাব ॥ না দেখি উপায়, নাথ রাঙ্গা পায়, পতিত পাবন শ্যাম। কর্ব্বিব পরীক্ষে, সঙ্কটে না রক্ষে, করিলে ডুবিবে নাম ॥ এই রূপ স্তব, করিতে কেশব, কৃপা প্রকাশিয়া তায়। দেখাইল পথ, অতি মনোরথ, বিপিন মধ্যেতে রয় ॥ অপূর্ব্ব প্রস্তর, তাহার উপর, আচ্ছাদনে দ্বার রুদ্ধ যে আছে তাহার, ফাঁক দুই ধার, পদগলে হস্ত মুগ্ধ ॥ রাজার নন্দন, বিপিনে যখন, কান্দিয়া ব্যাকুল হয়। দৈবের ঘটন, তাহার লোচন, আচম্বিতে পড়ে তায় ॥ হেরিয়া সুড়ঙ্গ, পুলকিত অঙ্গ, অবিলম্বে তথাযায়। দেখে সে প্রস্তর, অতি গুরু তর, নাপারে নাড়িতে তায় ॥ বহু কষ্ট পরে, তুলিয়া প্রস্তরে, সুন্দর সুড়ঙ্গ পায়। যায়

পায় পায়, কত ভয় পায়, যদি কিছু ঠেকে পায় ॥ বিল সুন্দর, সুবর্ণেতে তার, সোপান নির্ম্মাণ হয়। হেরি নৃপ সুত, হয়ে হৃষ্ট চিত, ক্রমে ক্রমে প্রবেশয় ॥ ঘোর অন্ধকার, আছে সাধ্যকার, তাহাতে প্রবেশ করে তাহে নিশাকার, কাল সম কাল দৃষ্টি করিবারে না রে ॥ নাগিয়া কি করে, পশুর নিকরে, কি করে পাইবে ত্রাণ। ভাবি এ সকল, হইয়া বিকল, প্রবেশে রাখিতে প্রাণ ॥ কিন্তু দিবাকরে, শীঘ্র দিবা করে, নিশা করে ক রে গতি। অরুণ কিরণ, করিল তখন, বিলের মধ্যেতে জ্যোতি। রবির প্রভাব, পাইয়া অভাব, হইল তিমির ভাব। যুবা দৃষ্টি করে, অন্ধকারে হরে, ত্যজিল মনের ভাব ॥ অনেক কষ্টেতে, সুড়ঙ্গ হইতে, বাহির হইয়া যুব। পাইল শহর, যেন সহ হর, কৈলাশ পরে আবির্ভব ॥ বলে ভাগ্য ভাল, জীবন বাচিল, পহুঁইয়া নরের বাস। ধন্য হে ঈশ্বর, দয়ার সাগর, পুরালে মনের আশ ॥ এরূপ তখন, নরেন্দ্র নন্দন, উল্লাসে ভাসে অন্তরে দেখে গৃহ শোভা, চন্দ্র জিনি প্রভা, নানা স্থানে দৃষ্টি করে ॥ হেন কালে তার, নয়ন গোচর, হৈল অপূর্ব্ব বাজার। হেরিয়া বাজারে, যুবা মনে করে, করিতে কিছু আহার ॥ কহে স্বগী পদ, খণ্ডিল বিপদ, কহ হে কি চিন্তা আর। আছু উপবাসঃ পুরাওগিয়া আশঃ বাজারে করিয়া ফলার ॥

॥ অথ অন্ত যমক ॥

পয়ার ॥ কিবা বাজারের শোভা দৃষ্টে মন হরে। কথায় ভুলায়ে কেহ কড়ি প্রাপ্ত হরে ॥ দিবা বিভাবরী তথা হয় বেচাকিনা। ব্যাবসা দারে ব্যাবসা করে করেবে চাকিনা। কাহার ঘরেতে আছে মোটামোটা কড়ি কেহ কেহ জমায়েছে কত টাকা কড়ি ॥ নানা দ্রব্য ব্যবসায় ব্যাবসায়ী রত। নাহি শ্রম উপ সম রত অবিরত কেহ বেচিতেছে আলু করে করি তুল। বলে নাহি পাবে ভাই এর সমতুল ॥ কেহ কহে এই দরে মিলে কি বেগুণ। সকালে জলাতে এলে মরি কি বেগুণ ॥ কেহ বেচিতেছে মাচ চাঁদা পুঁটি চুণো। শেফেদ হইল তারা হারাইয়া চুণো ॥ কেহ কেহ কহে দেহ মাগুর আর কই। মেচণী কহিছে মাচ লবার দাম কই ॥ বাজারেতে দেখিলাম বেচে নারিকোল। বড় বড় খোল পূর্ণ করা নারিকোল ॥ কেহ বলে লহ ভাই আমার এ দই। পাই পাই বেচি ভাঁড় তোমার সাদ্দই ॥ কেহ বলে আছে মাখন আজিকার তোলা। পাই দরে দিব পাত্র শীঘ্র করি তোলা ॥ কেহ বলে লহ ভাই আমার এ ঘুঁটে। হেন রূপ নাহি পাবে এ বাজার ঘুঁটে ॥ বাইস ঘাড়েতে করি ডাকে কর্ম্মকার। কহ ভাই শীঘ্র করি আছে কর্ম্মকার ॥ কেহবা বেচিছে আনি ইক্ষু মোমবাই। বলে ভাই ইহাতে বিনাশ করে বাই ॥ পালমের শাক আনি বেচে এক বুড়ী। বলে বাছা বেচিতেছি আঁটি আঁটি বুড়ী। ময়রাণী আনিয়া মোয়া বলেলও বেচে। যোড়া যোড়া

পয়সা আন ওপাড়ায় বেচে॥ কোন ধনী বলে দেও আমার শ্রীফলে। গ্রহণ করিলে তার অনাসে শ্রীফলে॥ কেহ বলে আনিয়াছি সকের জলপান। কেহ বলে লহ ভাই ভাল ছাঁচি পান॥ কেহ বলে লহ দুগ্ধ মুগ্ধ হয়ো নাই। নাই কড়ি দিয় কালী তাহে ক্ষতি নাই॥ কেহ বলে গয়লা দিদি ক্ষীর ভাঁড়ড়ি দেনা। গয়লানী বলিল দেনা পয়স্থ কার দেনা॥ সে বলে পাইবে কড়ি ভাবনা কি তার। কিন্তু ভাই তব ক্ষীর হয় কি বেতার॥ ফাকি দিয়া লও টাকা করে ভাল বেশ। ক্ষীরে রশুনের গন্ধ মুখে বল বেশ॥ গয়লা মাগি বলে কথা শিকেছ নেকার। ক্ষীর খায়ে জাদু তোর হয়নি তো নেকার॥ ধারে ক্ষীর পেলে ভাল হইত তার তার। কড়ি চাহি যাচ্ছি বলে বলিছে বেতার॥ এইকথা বলে গালি মন্দ দিয়া পরে। অন্য পরে দেয় ক্ষীর পয়সা পেলে পরে॥ কেহ কেহ ময়রাণীর দোকানেতে যায়। মিষ্ট বলে মিষ্ট লয় তুষ্ট হয়ে যায়। বলে ময়রা মাশী আমি তোরে ভাল বাসি নিত্য আসি তবু মোরে মণ্ডা দেও বাসি॥ ভাল ছিল মাসি তোর মা বুড়া মাগি। খাসা মণ্ডা দিত খেতে জবে আমি মাগী॥ ময়রা মাগি বলে আইস বৈস ওরে বাছা খাও দেখি এ সন্দেশ বাজারের বাছা॥ এই রূপ চারি দিগে হয় দেনা নেনা। কেহ বলে দেনা দেনা কেহ বলে নেনা॥ কাপুড়ে কাপড় বেচে বিলেতিয় থান। স্বর্ণ বেণে স্বর্ণ কষে কত সত্ত্ব থান॥ যুব রাজ হাট দেখি

শ্বরে কালী পদ। যমক বেজাতি বিরচিল কালীপদ ॥

—॥ লঘু ত্রিপদী ॥—

একরূপ বাজার, সব অনাচার, ব্যাপার করিছে যারা। সকলি কুদাঁড়া, সবে ধর্ম্ম ছাড়া, অর্থের জন্যেতে সারা ॥ খালি জুয়াচুরি, ফন্দী জোরাবুরী, কত জনে করে কত। দেখিয়া সে ভাব, সরল স্বভাব, রাজ সুত হত চিত ॥ আসিয়া বিদেশ, বাজারেতে শেষ, মনেতে জন্মিল তার। কিন্তু ক্ষুধানল, হয়েছে প্রবল, পদ নাহি চলে আর। ভাবিয়া সুধীর, হৃদে করে স্থির, এক দোকানেতে গিয়া। ভুঞ্জে দ্রব্য কত, মন বাঞ্ছা মত, কিছু অর্থ তারে দিয়া ॥ তৎ পরে সে স্থান, হইতে প্রস্থান, করি পূর্ব্ব দিগে যায়। কত শত গলি, ছাড়ি যায় চলি, কভু পাছু পানে চায় ॥ ক্রমেতে সুধীর, মহলে কসবীর, আসি উপনীত হয়। দেখে কত জনা, করে আনা গোনা, লম্বা কোঁচা বুট পায় ॥ কানে গোজা ফুল, টেড়ি কাটা চুল, বিপরীত পৈতা মোটা। পরি ধেয় ধুতি, মনোহর অতি, আং রাক্ষা আস্তেন ঘোটা ॥ চাদর কোমরে, যাইছে গোমরে, গায়েতে চন্দন মাখা। করে ফুল তোড়া, সাচ্চা জোরি মোড়া, ফুল হার ফুল পাখা। বেটারা কি সং ধরে নব ঢং, অম প্রত্যহ না মেলে। আতর গোলাপ, মাখা টি স্বভাব, লম্বা লম্বা কোঁচা দোলে ॥ করে কত গপ্প, সে নহে তো অল্প, লোচ্চা দোর এ স্বভাব। পায়

ন প্রাণপতিঃ আমার মিনতিঃ কৃপাকরি গুণমণি। করি তব আশঃ মম দুই স্বসাঃ পূজিতেছে শুলপানি॥ তারা সহোদরাঃ যদিকৃপাস্বারাঃ গৃহণ করয় দারা॥ নহে প্রাণে সারাঃ হইবেক তারাঃ বিধান করহে ত্বরা॥ তারা কি সুন্দরীঃ কহিবারে নারিঃ যে হেতু হয়েছি নারী। হলে দরশনঃ জানিবে কেমনঃ স্বরূপ রূপমাধুরী। শুনিয়া কিশোরঃ যোগ হয়বরঃ পীড়িল পঞ্চশরেতে। বলে সুবদনিঃ কহদেখি শুনিঃ আমি পাব কি রূপেতে॥ শুনিনু যেরূপঃ করিব কি রূপঃ দেখিতে সে ধনীরূপ। বলহ স্বরূপ দোঁহে হেনরূপঃ শুনেমনে জাগে রূপ। কহেকালী পদঃ সাধুর বিপদঃ প্রেম ফাঁদ দিলধনী। শুনে রূপ ধ্বনিঃ নিস্বরে না ধ্বনিঃ দেখিলে কি হবে ধনী॥

॥ পয়ার ॥

কেশবতী কন্যা বলে শুন প্রাণপতি। তবজন্যে পূজিয়াছে দেব পশুপতি॥ আমার পূজার ফল দিলেন শঙ্কর। তোমা বিনা শোকান্তরে তারা নিরন্তর॥ এই রূপ যুবরাজে কহি কেশবতী। দেখাইয়া দিল সহোদরার বসতি॥ যুবাবলে প্রাণপ্রিয়ে দেহ নিদর্শন। যাহে তব ভগিনীর বুঝিবেক মন। শুনে কেশবতী কেশ ছিঙিয়া তখন। হাস্য করি কান্ত করে করিল অর্পণ॥ কেশদিয়া করে করে মধুর কৌতুক। লহপ্রাণ নাথ তব বিবাহ যৌতুক। আমারমাথার চুলহবে চোদ্দহাত। হেনকেশ মর্ত্যপুরেকার নাহিনাথ। শুনি সুন্দরির কাথ তুষ্ট যুবরাজ।

নিদর্শন নিয়া যায় সাধিবারে কায ॥ চিত্র বতী নাম তার করিয়া শ্রবণ। পুতি বাসি সন্নিধানে জিজ্ঞাসে তথন ॥ সদয় হইয়া তারা কিশোরেরে কয়। যেই কুটীরেতে চিত্র বতীর আলয় ॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে তার নিকট যাইয়া। বলে চিত্র বতী ঘর দেহত চিনিয়া ॥ এইকথা বলি তার যায় বাহ্য জ্ঞান। চিত্রবতির রূপহেরি হয় হতজ্ঞান ॥ বিচিত্র তাহার রূপ নয়নে হেরিয়া। চিত্র পুত্তলিকা তুল্য রহে দাণ্ডাইয়া ॥ চিত্রবতী কহে কহ শুনি বিবরণ। তাহার কাছেতে তব কোন পুয়োজন ॥ উত্তর না পায়ে কন্যা হইল দুঃখিৎ। উত্তর কে দিবে তার নাহিক সম্বিৎ ॥ বারম্বার ডাকে নারী মধুর বচনে। অন্তর অন্তর তার শুনিবে কেমনে ॥ কিঞ্চিৎ বিলম্ব পরে সম্বিত পাইয়া। সলোচনা সম্মুখেতে কহে সম্বরিয়া ॥ শুনহ মোহিনী ধনী আমার বচন। দেখাইয়া দেহ চিত্র বতীর ভবন ॥ শুনি চিত্রবতী কহে আমি চিত্রবতী। কহো সুপুরুষ তব কোথায় বসতি ॥ বারম্বার কেন তুমি সুধাইছ নাম। তাহার কাছেতে তব কিবা মনস্কাম ॥ শুনি সবিশেষ তারে শুনায় কুমার। যে আশাতে আসা হলো নিকটে তাহার ॥ চিত্রবতী সতী অতি জ্ঞাত সর্ব্বজন। নয়নে না দেখে কভু পুরুষ বদন ॥ শুনিলেন নিজ পতি আসিয়াছে কাছে। বিশেষত কেশবতী বিয়া করিয়াছে ॥ ইহাভাবি নেত্র তুলি নিরখে বদন। অমনি অবনী পড়ে ঘেরিয়া মদন ॥ নারীর চন্দ্রাস্য হেরি ধরাপতি সুত। ধায়

প করিল ধরা হয়ে জ্ঞানহত ॥ প্রতিবাসি প্রতি প্রতি বাসি কহে হাসি। হেদেলো দোহার তাব দেখ গিয়া আসি ॥ এই কথা বলি তারা ত্বরায় আসিয়া। দোহার চেতন করে যতন করিয়া ॥ তদন্তরে বিবরণ করিয়া শ্রবণ। ত্বরিতে আপন বাসে করিল গমন ॥ চিত্রবতী অর্থমঙ্গল উভয়েতখন। পরস্পরলাবণ্যেতে মোহিত দুজন। কেশব তীরকেশযুরা দিয়া নিদর্শন। করিলেন যুবতির সংশয় ভঞ্জন ॥ নারিবলে শঙ্করের সাধন সফল। ফুটিল বিধাত্রফল ফলিবেক ফল ॥ আশাতীত আশা তব ওহে গুণমণি। এখন পুরিল আশা স্মরে শূলপাণী ॥ তব নাম প্রেমাঙ্কুর শুনিয়া শ্রবণে। যতনেতে রোপিয়া ছিলাম মনন্বুপ বনে ॥ আসা অনুশোচ বারি দিয়াকয় দাসি। করিতে ছিলাম তার আসা ফল আশ ॥ মম মন উদ্যানেতে সেই বৃক্ষ ছিল। সময় পাইয়া তাহে কুসুমে ব্যাপিল ॥ ফুল দেখি ফুলধনু হানিলেক বাণ। সেই জন্য হইয়া ছিলাম হত জ্ঞান ॥ বিশেষত ভুরু তব তুল্য শরাসন। লোচন কটাক্ষ বাণে বিন্ধিলেক মন। এই রূপ কৌতুক করিয়া কিছু ক্ষণ। সু যোগ সময়ে ধনী করিল স্মরণ ॥ আছিল প্রসাদ মালা শঙ্কর পূজার। সেই মালা গলেদেয় দোহেতে দোঁহার ॥ এরূপ গন্ধর্ব বিভা করি সমাপন। পরম আহ্লাদে কাল করেন যাপন ॥ কিশোরের হৃয়ক্রমে মুগেন্দ্র মহিষী। কহে কবি কাঙ্গা পদ পোল ভানিরাশী ॥

॥ অথ বসন্ত বর্ণনা ॥

অথ লঘু ত্রিপদী

এরূপ যতন, বাড়ে দিন দিন, উভয়ে উভয়ে অতি।
আহার বিহার, সুখের অপার, সেরস বর্দ্ধন অতি॥ ক
ত মত রঙ্গ, করে পতি সঙ্গ, অনঙ্গ প্রসঙ্গেতে। হেমন্তের
ক্ষয়, বসন্তের জন্ম, উদয় হয় জগতে॥ ফোটে কত ফুল,
হয় আলিঙ্গন, বপ্রজন বিরহ কুলে। করি জন্য হরি, ব
সি শাখাপরি, মুহু মুহু রবে বুলে॥ হিমের বিশেষ, ব
সন্তের দেশ, আদেশ করিল রাজা। আমি তার চর, শুন
হে ভূচর, যত আছ তার প্রজা॥ শীঘ্র দিয়া কর, ভূপেতু
ষ্ট কর, তবে সে নিস্তার পাবে। নহে ঋতুপতি, হবে
কোপ মতি, মহাশাস্তি সবে পাবে॥ এরূপ কোকিল,
সকলে নাদিল, সকলে নাদিল কর। কেহ কেহ দিল, কে
হ না তাড়িল, যত আছে দেহ ধর॥ বলেরে কোকিল, তু
ই অতি কাল, কাল শর তোর স্বর। মরি কিবে রূপ, গু
ণ এতদ্রূপ, সৃজিয়াছেন সে ঈশ্বর॥ শুনরে পাপিষ্ঠ
অজ্য ময় রাষ্ট্র বায়স উচ্ছিষ্ট ভুক। অবলার কুলে
এরূপ জঞ্জালে, বল কি পাইবি সুখ॥ যাবি তোরা গু
টা ঘায়ে লুণ, বিরহিরে খুন কর। মোরা হত ভাগী
হয়েছি বিয়োগী, বলরে কে দিবে কর॥

অথ আদ্যন্ত মধ্য যমক।

কর রক্ষে পায়, কর রক্ষে পায়, এমন উপায় কর।
হরে শ্রীহরি, সগাম শ্রীহরি, [illegible]

ন ওহে হরিঃ তাঁর মন হরি, আনি উপকার কর। তবে দিব করঃ সাক্ষী দিবা করঃ বলি বলি কোরি যোড়কর॥ বিচ্ছেদেতে দহিঃ দিব কার দহিঃ যাববা কাহার কাছে। কাছে নাহি পতিঃ দেখে তব পতিঃ কালহয়ে আসে কাছে॥ কোন কোন ধনীঃ করিউচ্চ ধ্বনিঃ বলে ওরে কাল হরি। বড়ব্যস্তকরঃ করে করকরঃ দাঁড়াডাকি কালহরি। আসিয়া সে হরিঃ তোমারে সে হরিঃ কহরে লইবে কবে। বলদেখি ধনঃ হইলে নিধনঃ করজন্য কোথা কবে। নাহিকালা কালঃ সকাল বিকালঃ কত কালজিয়ে রবে। তুমি বড়কুঃ কর কুকুকুঃ কুলে কে রবে কুরবে॥ দেখ তোর প্যাকেঃ ফেরে পাকে পাকেঃ যত নিবাদ সকল। লাগিলে আটাপাখেঃ পড়িবিরে পাকেঃ দেখ সাত নলা সকল॥ একপ বিরাহঃ পিক গণে কহি, যায় সবে স্বীয় বাসে। বিরহির বলেঃ চলে পিক বলেঃ বসন্ত রাজার পাশে॥ শুনে মহীপাল, কাল প্রায় কাল, দল বল নিয়া সাজে। সেনা পতি কামঃ করে ধুম ধাম। প্রবেশি বিরহি মাঝে॥ পাকে নানা ফল। রসাল রসাল। কেত কব তার নাম। কাল দোষে করে। শরুনেতে ডরে। যোগিরে সঞ্চারে কাম॥ দেখে চিত্র বতী। হৃষ্ট চিত্ত অতি। পতি আছে তার পাস। সদা সুখি বালা, নাহি কোন জ্বালা। নাধারে ঋতুর ত্রাশ॥ কিছু দিবা পরে। রমণী যুবারে। বলে শুন প্রাণ পতি। বিবাহ অভাবে। মজে [illegible]

ত্তব আস। কায়প্রায় শবাকার। কিন্তু সে দুষ্কর। বিদায় তাহার, তোমা বিনে সাধ্য কার॥ রাজ পুরী মাঝে, ব ন্দি রহিয়াছে, মহা কুহ কিনি পাস। যাইতে বিহঙ্গ, হৃদয়ে আতঙ্ক, মানে সে রাজার বাস॥ কহে কবি বর, শুনহে কিশোর, আসিলে কি শুভক্ষণে। ধন্য হে তো মায়, নারি গণে পায়, ধরি নারি দেয় য়েনে॥

ত্রিপদী॥ রাজ পুত্র এত শুনি, বলে কি শুনালে ধনী, বাক্য শুনি সন্দেহ জন্মিল। তোমরা কু টীর মাঝে, সেযে কুহকিনি কাছে, রাজ ঘরে কেমনে পড়িল॥ কুহকিনী কেবা হয় কেন তার কাছে রয়, শু নাইয়া সন্দেহ বিনাশ। শুনে বলে চিত্র বতী, কহি শু ন প্রাণ পতি, যে রূপে সে রহে রাজ বাস॥ কুহকিনী কেহ নয়, রাজ বাড়ি দাসী হয়, ধাত্রীরূপে করেছে পা লন। রাজ মন্ত্রী ছিল পিতা, সে আশে বিমুখ ধাতা, হ রি তার হরেছে জীবন॥ পিতার মরণে মাতা, হইলেন সহ মৃতা, সপে দিয়ে গেলেন ঈশ্বরে। মোরা তিন স হোদরা, শোকেতে হলেম সারা, হারাহয়ে মোহে এ কে বারে॥ তিনে অতি শিশুমতি, দয়াকরি নর পতি, স পক্ষ হইল প্রজা পতি। সে সময়ে শোকান্তর, নীরে ভাসি নিরন্তর, যে হেতু বিপক্ষ প্রজাপতি॥ রা জা অতি ভালবাসে, কিছুদিন রাজ বাসে, বঞ্চিয়া ভু লিনু সব শোক। রাজা কন্যা সমজ্ঞানে, স্নেহ করে দি

নে দিনে; মোরা ভাবি জীবিত জনক ॥খেলি রাজ ক ন্যা সনে; সন্তোষ জন্মায় মনে; সদানন্দে কিছু দিন যা য়। তৎপরে যৌবন কাল; প্রকাশিল প্রায় কাল; ভূপা ল ভাবিত অতিশয় ॥ গণক আনায়ে বাসে; রাজন তাঁ রে জিজ্ঞাসে; গণিবারে মোসবারপতি। গণক গণিয়া ক য়; শুন রাজা মহাশয়; বিবাহের ব্যতি ক্রম অতি ॥ যে হেতু সিন্ধুর পার; আছে বর এ সবার; লঙ্ঘিয়া আ সিবে মহোদধি। অত এব ক্ষিতি পতি; দেহ সবে অনু মতি, পূজিবারে দেব পশুপতি ॥ রাজাবলে আমাসবে সদানন্দে সেব শিবে, নিরানন্দে হবে তবে পার। শু নিতার অনুমতি, তদবধি তারা পতি; পূজি পতি পাই তে সুন্দর ॥ প্রভা বতীর প্রভা হেরি; ভূপতি যতন ক রি, রাখিয়াছে পুরির ভিতরে। স্বতন্ত্র মহোল তার, দ্বারেদ্বারে চৌকিদার, কুহকি তাহাকে সেবাকরে ॥কি ঙ্কর দাসীর বিদ্যা; প্রত্যক্ষ সে মহাবিদ্যা, সকলেতে ব লে বিদ্যাবতা। স্বগ,মর্ত্ত্য তিন পুরে, পারে ভত্ত্ব বলি বারে; যদিদেখে ভূমে খড়িপাতি ॥ অতএব গুণ মণি। এক যুক্তি অনুমানি, কার্য্য সিদ্ধ হবে অনায়াসে। সি দ্ধখড়ম আছেবাসে, অনাসে তাহাকেবেসে, যাইতে পারিবে তার পাশে ॥ যুবাবলে বিধু মুখি; কই শীঘ্র আন দেখি, দেখি গিয়া সে রূপকেমন। প্রভার লাবণ্য শুনে; কেমনে প্রবোধি মনে; প্রাণ করে কেমন কেমন ॥ পরে চিত্ররতী ধনী, খড়ম অগ্রেতে আনি, যুবারাজে ক

রিল প্রদান। রাজপুত্র দিলে পায়, সেপায় কিশোভা পায়, শশি তুল্য পাদুকা কিরণ॥ শোভে যেন শিবা পায়, রাঙ্গা পায় জবা পায়; সেই রূপ নিরখি সেরূপ। বিচ্ছেদ বিবাদি যারা, দেখে সারা হয়তারা, প্রাচীনা র জাগে কাম কূপ॥ রাজ পুত্র হরি স্মরি, উঠিয়া বি মানো পরি, পুরীমিরীক্ষণ করেতার।তখন শর্ব্বরী ভারী দ্বারে দ্বারে জাগে দ্বারী, ঘন ঘন ছাড়ে হুহুঙ্কার॥ খড় মের গুণে করি, অনাসে প্রবেশে পুরী: অতিশয়।সভয় অন্তরে।দেখিলেন প্রভাবতী, প্রভারে নিন্দিয়া জ্যোতি নিদ্রিত সুবর্ণ খট্টোপরে॥ নানাদ্রব্য ভক্ষনীয়, চর্ব্ব্য চূ ষ্য লেহ্য পেয়, মণি ময় পাত্রে পূর্ণ আছে। তৎ পরে দেখিতে পান, বিট বন্দি আছে পান, সুবর্ণের রেকা বির মাঝে॥ ধীরে ধীরে গিয়া যুব, ভক্ষণ করিল সব, কামিনী নিদ্রিত অ বস্থায়। শেষেতে খড়গে বসি, চিত্র বতী গৃহে আসি, বিশেষিয়া কহে সবতায়।ওখানেতে প্রভাবতী, নিদ্রাহইতে যুবতী; নয়নেতে বারি দিল না রী। ক্ষুধায় পীড়িত হয়ে, ভক্ষণ করিতে যায়ে, কিছু নাই দেখিল সুন্দরী ॥ প্রাতেহয়ে কোপমতী, বলে কুহকিনী প্রতি, অতিশয় কুচ্ছিত বচন। শুনে কহে কু হ কিনী, ক্ষমহ রাজ নন্দিনি, অবধান মম নিবেদন॥ নিত্যনিয়মিতমত, আয়োজন ছিলযত, মিছে কেন দেহ মম দোষ। আপনি ঘুমের ঘোরে, ভোজন করিয়া পরে নির্দ্দোষিরে কেন কররোষ।কুহকিনী যত কয়, তাহা ক

রি অ প্রত্যয়, গালিদেয় ভুবন মোহিনী। দেখিয়া তার বিপদ, সাক্ষ্য দেয় কালা পদ, সত্যসে নির্দ্দোষী কুহকিনী॥

পয়ার॥ পরদিবা শর্ব্বরীতে ভূপতি তনয়। প্রভাবতীর শয্যাগারে হইল উদয়॥ দেখে প্রভাবতী সতী অঘোর নিদ্রায়। ধীরে ধীরে যুবরাজ নিকটেতে যায়॥ কিন্তু সে রজনী রামা আছিল জাগিয়া। গত রজনীর চিন্তা অন্তরে চিন্তিয়া॥ যখন সে ঘরে যুবা করিল প্রবেশ। ভাবিত হইল সতী দেখি তাঁর বেশ॥ বলেবেশ দেখিবেশ গঠন সুন্দর। কেজানে কেমনে এল আমার অন্দর॥ আকার নরের মত এত নয় নর। ভাস্কর কি পুরন্দর কিম্বা শশধর॥ মায়াধারী অবশ্যই নাহিক সন্দেহ। মহীতে এরূপনাই দেহ ধর দেহ। পূর্ব্বে শুনিয়াছি গল্প বিদ্যার সুন্দর। সুড়ঙ্গ কাটিয়া অতি পরম সুন্দর॥ বিদ্যাবলে বিদ্যালয় করিয়া গোপন। কি আশয়ে আশা এর নাজানি কারণ॥ নরাগম্যহয় এই রাজার ভুবন। কেমনে এমন গৃহে আইল এজন॥ নত্তবা এহার ঠাই সিঁদ কাটী আছে। সুন্দর সড়ঙ্গ মত সিঁদ কাটীয়াছে॥ এই রূপ রসবতী ভাবিছে যখন। তখন কিশোর সুখে করিছে ভোজন॥ এক বার চোরে ধরি করি মনে ভাবে। পুনঃবলে কাযনাই একা যে কি হবে॥ একাযে একাযে হাত দিবরা কিরূপ। কিরূপে ধরিব বাধ্য করিয়াছে রূপ॥ এই রূপ বহু রূপ চিন্তাকরি ধনী। বিন

দেরকরে পরেধরে বিনোদিনী। চোরের চাতুরী চুর চন্দ্র
স্বার করে। চোরের মতন যুবা রহে চুপকরে॥ ধনীবলে
গুণমণি দেহ পরিচয়। দেখিয়া তোমায়ে বড় পাইয়া
ছি ভয়॥ দেবতা গন্ধর্ব্ব কিম্বা হইবে কিন্নর॥ পরিচয়
দিয়া ভয় করহ অন্তর॥ দুর্গম আলয় এই রাজার ভুব
ন। অন্যকে আসিবে ভয় বাগেন পবন॥ এইরূপ বার
ম্বার কহিয়া সুন্দরী। পরিচয় চাহে দুই চরণেতে ধরি॥
দেখিয়া মিনতি তার মহীপতি সুত। বলেতবে সে সক
ল কর অবগত॥ নহি সুরাসুর নাগ জন্মনর জলে। সা
মান্য মানব জাতি বাস মহীতলে॥ নারী বলে একি ক
থা কহ মহাশয়। সত্য না বলিলে প্রাণ ত্যজিব নিশ্চ
য়॥ ভুলাও রমণী বলি করি এইছল। নরেরকিবল বলে
আসে এইস্থল॥ এরূপ জীবন পণ করিল রমণী। অথ
মজ্জাবাকরোধ পণ কথাশুনি॥ ভাবে কি বলিবে তায়
বাক্যনাহি মুখে। বিশ্বাস না করি যদি প্রাণ ত্যজে দুঃ
খে। এরূপ নিমেষ মাত্র চিন্তাকরি মনে। সগুণে স্বরূ
প সব কহে নারীস্থানে॥ স্বকার্য্য সাধন জন্য আসি
সিন্ধু পারে। বিষম শঙ্কটে পড়ি অরণ্য মাঝারে॥ বহু
বন জন্তু দেখি ভয়ে হইকিন্তু। কিন্তুসে বৃথায় কিন্তু তা
রাহয় কিন্তু॥ ভাবিদিবা জন্য সত্তে দিগ দিগধায়। নি
শাতে নাশিবে প্রাণ সন্দেহ কিতায়॥ এরূপ আজন্ম
ন অঙ্গলে যখন। প্রকাণ্ড প্রস্তর এক দেখিনু তখন॥ তা
হারতলেতেদেখি অপূর্ব্বসুড়ঙ্গ। প্রবেশকরিয়া তায়যুক্তি

ঙ্গ আতঙ্ক ॥ চৌদিগে মনুষ্য বাস হেরিনু যখন। যেরূপ আনন্দ তাহা অতীত বর্ণন। তৎপরেতে কেশবতী আ র চিত্রবতী। দুইনারী বিবাহ করিয়া রসবতী ॥ গুভমে র গুণে আসিলাম তববাসে। আশারসুসার কর আসা য়ে আশ্বাসে ॥ এতবলি নিদর্শন দিলেন যখন। বিস্ময় হইল ধনী দেখিয়া তখন ॥ চিনিয়া থড়গ সিদ্ধ কেশ,ব ত্রি কেশ। যুবরাজে মাল্যদান করিলেন শেষ ॥ করেতে ধরিয়া কর লইয়া পালঙ্গে। আরম্ভ করিল গল্প নানার ঙ্গ রঙ্গে ॥ কিন্তু সে কিঞ্চিত সুখ না রহিল পরে। কার্য্য অনুসারে রামা যাইল বাহিরে ॥ সেকালে নিদ্রার বস হয় যুবরাজ। পরেশুন সভাজন দৈবকির কাজ। গণনা তে সেই রামা তত্ত্বজানি তার। রাখিল যুবারে নিয়া সি ন্ধুর মাঝার ॥ কন্যার বিবাহ দিতে নাছিল বাসনা। সেইজন্য সিন্ধু দ্বীপে করিল চালনা ॥ তৎ কালেতে প্র ভাবতী আসিয়া বাহিরে। কান্তে না হেরিয়া ভ্রান্তে মূ র্চ্ছা যায় ডরে ॥ কি বলিব মন্ত্রবল অপরূপ অতি। পা লঙ্গ সহিত চালি রাখিল কুমতী ॥ যাইয়া জলধি মাঝে প্রজা পতি সুত। অম্বুপতি কলরবে হইল জাগৃত ॥ পাল ঙ্কেতে হস্ত দিয়া তত্ত্বকরে দারা। কিন্তু সিন্ধু দেখি কিন্তু চক্ষে বহে ধারা ॥ কভু ভাবে স্বপ্নে বুঝি হতেছে এস ব। কভু জল জন্তু শব্দ ভয়ে পায় শব ॥ কভু বলে বি ধি কেন আমাতে অপ্রীতি। কিদোষে এরূপ রোষকর ম ম প্রতি ॥ হায় কোথা রহিলসে প্রিয়ে প্রভাবতী। কো

প্রাব। সে রাজ পুরি এযে অম্বুপ্রুতি ॥ অকুল জলধি হ্র লে কিসেপাই স্থল। কেপারে লইতে পারে হয়ে অনুকুল ॥ নাহি জানি হল কিসে এথানেতে আসা। এখন সে হলকিসে আশা নাশা আসা ॥ কে করিল এ দুর্দ্দশা ভাঙ্গি আশার বাসা। অঙ্গলে আনিয়া মূল হল প্রাণ নাশা ॥ এখন যে প্রাণ পাই আছে কিসে আশা। যে আশয়ে আসিলাম কোথাবা সে আশা ॥ পিতার পীড়ার জন্য আমা সিন্ধু পার। কামিনীর আশে হয় কেআশা সংহার ॥ এইরূপ বহুরূপ করিতে রোদন। পরে হেরে পূর্ব্বদিগে উদয় তপন ॥ প্রভাকরে প্রভাকরে হরে অন্ধকার। পয়োময় হেরি যুবা করে হাহাকার। কুল কুল কলরব করে জলপতি। কিংকর তরঙ্গ কথা ভয়ঙ্কর অতি ॥ কলেবর কম্পান্বিত্র করি দরশন। কভু উঠে কভু পড়ে কভু অচেতন ॥ এইরূপ শোকাকুল পড়ি সিন্ধু তটে। পরে শুন সভাজন যে বিপদ ঘটে। হইল মধ্যাহ্নকাল খর ভুর ভানু। তাহে ক্ষুধা পিপাসায় ক্ষীণ অতিতনু ॥ হেনকালে দেখে সেই ভাটনীর তটে। পুরল তরঙ্গ নীরে একফল উঠে ॥ হৃষ্টহৃয়ে দ্রুতগতি যানতার পাশে। ক্ষুধার বিষম ব্যাধি তরিবার আশে ॥ কিন্তু সে ফলেতে তার না হিল সে ফল। ফলের বৃত্তান্ত শুন ফলিল যেফল ॥ রসাল রসাল দেখি করিয়া গ্রহণ। ঘ্রাণদ্বয় জানি বারে সুস্বাদু কেমন ॥ কিন্তু সে তাহাতে দুঃখ বাড়িল বিস্তর। নাসিকা হইল লম্বা তুল্য করীকর ॥ রসালে বিশাল না

ক বিপরীত কথা। যুবার বাড়িল আর শতগুণ ব্যথা।
নাসিকা লুটায় ক্ষিতি বিপরীত অতি। কভুবা মূর্চ্ছিত
হয় হয়ে শোক মতি॥ যুবার বিষম দুঃখ ভনে কবি ন
র। এরূপ নিমগ্ন শোকে তাহার অন্তর॥

অথ প্রভা বতীর বিরহ বর্ণনা॥

॥ অন্ত যমক ॥ ॥ পয়ার ॥

এখানেতে আপনার গৃহে আসি প্রভা। কান্তে না
হেরিয়া তার হয় হীন প্রভা॥ চমকিত হয়ে ধনী আত
ঙ্কে সিহরে। ধরায় পতিত হয়ে জ্ঞান বুদ্ধি হরে॥ প্রণ
য় না হতে হয় দারুণ বিচ্ছেদ। ধরণী লুটায় প্রায় তরু
শাখা ছেদ॥ বলে মম প্রাণ পতি কেবা নৈল হরি। র
মণীর প্রাণ মম শব দেহে হরি॥ আধনীরে পরি হরি
হইলে অন্তর। অদর্শন বহ্নিরূপে দহিছে অন্তর॥ কেন
বা হইল তব এখানেতে আসা। আসি বাড়াইলে মাত্র
মনের সে আশা॥ এতদিন শঙ্করেরে পূজে মন সাধে।
আশা পূর্ণ হয়ে কেন আসা বাদ সাধে॥ সেসাধ বিষা
দ সাধে ভুগিতেছি ভাল। এখন কেসাধে স্বাদ তার ভা
ল ভাল॥ ভালভাল খেদ নাই পেয়েছে সেকাল।
একালে আমারে বুঝি পায়বা সেকাল॥ সকাল স্বকাল
হল বিচ্ছেদের পাকে। হায় হায় কব কায় পড়েছি বি
পাকে॥ প্রতিকার প্রতিকার জন্য কব কারে। কিকরে
হইব আমি মুক্ত এইকারে॥ অনু মানি জকফিলী এ আ
গুণ জালে। আমারে করিল বদ্ধ বিচ্ছেদের জালে॥

অথ আদ্যন্ত যমক ॥

কার সাধ্য আছে আর করে এ প্রকার। কাযন্যাশী দাসী যা করিল অঙ্গীকার ॥ বিবাহে আমার তার চির কাল দ্বেষ। বিপাকে ফেলেছে তাই তারে কোন দেশ ॥ গুরু যদি এ শঙ্কটে আমাকে ত্বরায়। গুরুতর শাস্তি দাশী পাইবে ত্বরায় ॥ বিনাসে বিনাশে প্রাণ কব গিয়া কায়। বিসম বিষের জ্বালা হইতেছে কায় ॥ জীবন ত্যজেন যদি জীবনের পতি। জীবন সঁপিব গিয়া জীবনের পতি ॥ সে রূপ স্বরূপ হয় নিন্দিয়া লেমার। শেল সম শোক বুকে বাজিছে আমার ॥ কেমনে রাজনে আমি জানাইব গিয়া। কেমন করিছে মন তাহার লাগিয়া ॥ বহুদিন সাধন করিয়া তারা পতি। বহু রূপ পতি পাই নিন্দি তারা পতি ॥ কিন্তু তার কিছু নাহি পাইলাম তার। কিন্তু হয়ে আছি গৃহে অদর্শনে তার ॥ চারি দণ্ড হয় নাই ছিলাম সেসাধে। চারিণী অমনি প্রেম সাধে বাদ সাধে ॥ সে শশি মুখের হাসি মনে ভোলা ভার। সেই জন্য বৃদ্ধি এত বিচ্ছেদের ভার ॥ বালা কান্দে বিনাইয়া হারাইয়া বর। বাসরে বিচ্ছেদ গীত গায় কবিবর ॥

পয়ার ॥

এইরূপ প্রভা বতী বিচ্ছেদে তাপিত। সন্তাপেতে মর্ম্ম বর্ম্ম হইল অসিত। মারুচে ওদন মুখে সদা শোকে ভাসে। পরে জিজ্ঞাসিলে পরে পরেকট ভাষে।

সখীরা করিল তুল, বলিয়া বাতুল । শুনিলে নৃপের কাণে পড়ে হুল স্থূল ॥ বৈদ্য গণে আনি রাজা করে প্রতিকার । তার প্রতি কার তারা করে প্রতিকার ॥ বিচ্ছেদ বিকার তার হয়েছে প্রবল । কি করিতে পারে তারে ঔষধির বল ॥ বৈদ্য গণে বলে ব্যাধি চিনি যমরে নারি । বোধ হয় উপদেবে পাইয়াছে নারী ॥ এই বলি পরিহরিতারা সবে যায় রাজা করে চিন্তা যাহে কন্যা ভাল হয় ॥ ভূতুড়ে রোজায় আনি করিল নিযুক্ত । তাহাতে হইল আরো রোগ বৃদ্ধি যুক্ত ॥ ভূত জ্ঞানে সকলেতে জ্বালিল অনল । আগুনে দ্বিগুণ জ্বালা জ্বলে মনানল ॥ ভিতর বাহির তার জ্বলে সমভাবে । যেবুঝে সে বুঝ দেখি করি অনুভাবে ॥ এই রূপ রহে বালা বিষাদ অন্তর । যুবার বিষয় সবে শুন অনন্তর ॥ নাসিকা লইয়া যুবা ব্যস্ত অতিশয় । মনুষ্য পরাণে নাহি এত দুঃখ সয় ॥ দাঁড়াইলে পড়ে ক্ষিতি নাক বিপরীত । বালির ঘর্ষণে বহে তাহাতে শোণিত ॥ কভু কান্দি বলে ওরে বিধাতা বিপক্ষ । নাশিলে জীবন আনি তোমারে স্বপক্ষ ॥ বাঁচিতে বাসনা নাই বাসনার শেষ । এখন যে মনোবাসনা হইবারে শেষ ॥ এই রূপ তিনদিন পায়েবহু ক্লেশ । জীবনে জীবন দিতে চলিলেন শেষ ॥ হেনকালে দেখে আর এক আম্রফল । ভাসিয়া যাইছে বেগে সেই সিন্ধু জল ॥ রাজ পুত্র বলে ধরিবলেন কিজন্য । মরণের বেসি দুঃখ কখন নাহয় ॥ সেই দুরা দৃষ্ট আজি ঘটাল আমারে । এই ভাবি ঘ্রাণ লয়

মৃত্যু বাঞ্ছা করে। কিন্তু সেই কালেতে বড় কালনেক কল। নাসিকা হইল ক্ষয় বাঃচ্ছিল প্রবল ॥ ক্ষইজ নাসিকা দেখি রাজার নন্দন। জীবন ত্যজিয়া যুবা রাখিল জীবন। দেখিলেন অমঙ্গলে ঘটে সু মঙ্গল ॥ সযতনে বস্ত্র মধ্যে বান্ধিয়া রাখিল ॥ পরদিন চারি দণ্ড উদয়ে ভাস্কর। দেখিল জাহাজএক আসে পারন্তর ॥ আনন্দে উষ্ণীষ বস্ত্র উড়ায় তখন। দূরবীনে নাবিক তা করে দরশন ॥ জাহাজের পতিছিল অতি দয়াবান। তরির উপরে নিয়া দিল প্রাণ দান ॥ তদন্তর যুবারে কহেন তারাসবে। এরূপ ঘটন তব হয় কোন ভাবে ॥ সরল ভাবেতে যুবা কহেন তখন। কহে কবি প্রেমরস সিন্ধু বিবরণ।

ত্রিপদী

তরির আরোহী যত, জ্ঞান বান ভদ্র সুত, আলাপেতে সবে বশহয়। সকলে সরল ভাব, ভাবক দেখিয়া ভাব, দিনে দিনে বৃদ্ধি অতিশয় ॥ কে বুঝে দৈবের কর্ম্ম কভু হয় কোন কর্ম্ম, সিন্ধু মাঝে তরঙ্গ জন্মায়। প্রবল পবন বলে, জাহাজ নিমগ্ন জলে, জলপতি করে সবে ক্ষয় ॥ যুবার অঙ্গুরি গুণে, জীবনে বাঁচিল জীবনে, বহু কষ্টে উঠিলেন তটে। অঙ্গেতে নাহিক বল; খাইয়া অনেক জল, ভাগ্য ফলে বাঁচিল শঙ্কটে ॥ সবল হইলে পরে, বিষম অটবী হেরে, তত্ত্ব করে মনুষ্যের বাস। গিয়ে দেখে লোকালয়, সকল সেবন ময়, নরনারী সকলে আবাস ॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে পরে, প্রাচীর উচ্চে দৃষ্টি করে;

মনোহর ঘরের আলয় ॥ দেখিয়া সুন্দর বাস, ঘুচিল ম নের ত্রাস, প্রবেশ করিল শীঘ্র তায় ॥ কি কব পুরের শোভা, রজনী হলেও দিবা, নানা স্থানে নানা রত্ন জ্যোতি। কিন্তু প্রবেশিয়া পুরে, দেখিতে নাপায় কারে, অন্তরেতে ডরে শেষে অতি ॥ ভাবে এ কাহার পুরী, কিছুই বুঝিতে নারি, যোগবল কিম্বা মায়াময়। লোক জন নাহি বাসে, আইনু কাহার পাশে, নাশ বুঝি এবার নিশ্চয় ॥ তরিয়া তরঙ্গ নীরে, এবে আসি এই পুরে, একেবারে হারালেম প্রাণ। মনে অনুমান হয়, হইবে রাক্ষসালয়, এ শঙ্কটে রক্ষ ভগবান ॥ এই রূপ মনে করে, ঘরে ঘরে তত্ত্বকরে, শেষে হেরে এক স্বর্ণ গৃহ। দেখে তায় নিদ্রা যায়, সুবর্ণ লতিকাকায়, একনারী আরনাই কেহ ॥ স্বরূপ সে রূপতার, তপ্ত হৈম তুল্যাকার, ইন্দুরয় আনন অগ্রেতে। কুন্তল কি চমৎকার, বিনায়ন সর্প কার, কাকপক্ষ স পক্ষ তাহাতে ॥ ফালগুণির শরাসন, ভুরু অতি সুশোভন, সর্ব্বদাই হয়ে আছে নত। ফালগুণে প্রবল আর, সং যোগেতে নেত্র শর, দৃষ্টে হয় সবে হতচিত ॥ শ্রুতি অতি চমৎকার, নাসিকার তুল্য ভার, ওষ্ঠ বিম্ব ফলের আকার। চল চল করে গণ্ড, দৃষ্টে মোহে এব্রহ্মাণ্ড, ভণ্ডকরে যোগী যোগাচার ॥ গ্রীবা অতি সুশোভন, শোভে নানা অভরণ, রূপে গৃহ করিছে শোভন, দেখি হেন জ্ঞান হয়, যেন এতড়িত চয়, স্থির রূপে করিছে রক্ষা ॥ লোচন মুদিলে রূপ, দৃষ্ট হয় তদ

রূপ দেখি মোহে ভূধর নন্দন। অনেক জতনের পরে, স স্থিত পাইয়া করে, মোহিনীর কাছেতে গমন। তনু অতনু র শরে, অস্থির হইয়া করে; মোহিনীরে করিতে চেতন। কিন্তু সে মায়ার ভাবে: নারী থাকে সেই ভাবে; কোন মতে নাহয় চেতন॥ অনেক শ্রমের পরে: দেখিলেন সেই ঘরে: শুভ্র বর্ণ শিলা এক খান। তদুপরে দুই চাবি; মধ্যাহ্ন প্রান্তের রবি; স্বর্ণ রৌপে হয়েছে নির্মাণ। যুবা চাবি নিয়া করে, গঠন প্রশংসা করে, দৈবে পড়ে কামি নী তনুতে। কণক চাবির স্পর্শে; রমণী উঠিয়া বৈসে: যুবরাজে দেখে সম্মুখেতে। লাবণ্যে হয়ে মোহিতে, পুনঃ পড়িল মহীতে, যুবারির সচঞ্চল ভাব। ভাবে এ কি রূপ ভাব; নারী ত্যজি নিদ্রাভাব, পুন কেমনে পূর্ব্ব ভাব॥ এই রূপ যুবরাজ, চিন্তা করে হৃদি মাঝ; স্থির কভু করিতে নাপারে। পরে নারী জ্ঞান পায়ে, যুবার ধরিয়া পায়ে, পরিচয় চাহে সকাতরে। কহেন শ্রীকবিবর, দেখ ধনী যুবাবর; তব বর যোগ্য হবে কিনা। তোমার ভাগ্যের ফলে; ভাসিয়া এসেছে জলে; যৌবন মূল্যেতে লও কিনা।

অথ যুবার পরিচয় জিজ্ঞাসা॥

ত্রিপদী॥ নারী চায় পরিচয়; কে আপনি ম হাশয়; কি আশাতে হেথা আগমন। অনুমানে এই লয় হইবে দেব তনয়, নিশ্চয় হে নহ অন্যজন॥ অপাঙ্গ ভাঙ্গিয়া মোরে; কহ প্রভু সত্য করে: এপুরেতে কোন প্র য়োজন। হেন রূপ কেবা ধরে; কেবা হেন রূপ ধরে, প্র

বেশিতে পারে এ ভুবন ।। শুনি কহে যুবাবর; নহি দেবজাতি নর; সত্য পরিচয় শুন ধনী । সিন্ধু পার মম ধাম; কাঞ্চীপুর নামে গ্রাম; তথা স্বর্ণ কেতু নরমণি ।। পঞ্চম তনয় তার; শুন বলি সারোদ্ধার; আমি হই কনিষ্ঠ সবার । পীড়ায় পড়িলা রায়; পাঠালেন মো সবায়; তাই সে এসেছি সিন্ধু পার ।। তদন্তরে যাহা হয়; কহে সব পরিচয়; শুনিয়া বিস্ময় হয় ধনী । বলে একি অসম্ভব; নরে কি সম্ভবে সব, দৈত্য পুরে আসিলে আপনি ।। অমার পশিয়া তায়; কহিলেন পুনরায়, তবে তার পুত্র হয় জ্ঞাত নাই । দানবের বিবরণ; কহি কারে করে মন; হেন কালে দেখে দিবাক্ষয় ।। হরিল কিরণ হরি; করিল কিরণ হরি; নারীর হইল বড় ভয় । বলে হে ভূপতি সুত; বাক্য কর অবগত; বিপদ হইল অতি শয় ।। অত এব গুণ মণি; রাখ অধিনার বাণী; গোপনে থাকিয়া এই ঘরে । হইল সর্বরী ভারি, আসিবে সে নর অরি, সংহারিবে দেখিলে তোমারে ।। একথা বলিতে ধনী, শুনিল উংকট ধ্বনি; গৃহেতে আসিছে দৈত্য পতি । সমাচার পাইয়া ভয়, ত্বরায় সে গৃহে রয়, যেই রূপ কহে রসবতী ।। রমণী অমনি ছলে; শয্যাপরে অঙ্গ ঢালে; নিদ্রা মত করি নিজ কায় । তৎকালে জাগাইল অরি; কামিনী চেতন করি, বলে ধনী ভজহ আমায় ।। নারী বলে দুরাচার; একি বাক্য অনাচার, জ্বালায় যাইবে যমালয় ।। সত্য নে আমার কাছে যদি প্রাণে কর হানি, তবু নাহি পাইবে আমায় । তবু সে

ত্য ধরি পদে; বুঝাইছে নানা মতে; কামনা কামিনী সহ কালে। দেখি শূর দুরাশয়; রমণী পাইয়া ভয়; বিক্রম আদিত্যে ডাকে ত্রাসে। দানব সে নাম শুনি; করিয়া চীৎকার ধ্বনি, দ্বাদশ যোজন পথ যায়। বিক্রম আদিত্য রায়; শাস্তি দিয়া ছিল তায়; তাই সেই নামে ভয় পায়॥ এইরূপ দুরাচার; প্রহরান্তে তিন বার; নিত্য রজনীতে করে ধ্বনি। মৎস্য দেশে স্বস্তু হেতু; ঐ সে শব্দের হেতু মূর্চ্ছা হয়ে লুটান ধরণী॥ নিশা অবশেষ কালে, রমণীরে মোহে ফেলে; দৈত্য যায় করিতে ভ্রমণ। প্রভাতে রাজার পুত্র, হয়ে অতি হৃষ্ট চিত্ত; রমণীরে করেণ চেতন॥ খাদ্য দ্রব্য নানামত; গৃহেতে আছিল যত; দুই জনে করেণ ভক্ষণ। এইরূপে নিত্য নিত্য; উভয়েতে প্রেম মত্ত, দৈত্য তত্ত্ব নাজানে তখন॥ এক দিন দুজনায়; প্রেমে মত্ত অতি শয়; দিবাক্ষয় নাদেখে নয়নে। দেখ সবে দৈব গতি, রজনী হয়েছে অতি; দৈত্য পতি উদয় ভবনে॥ যাইবে কোথায় আর; প্রাণ বাচাইল তার; আছাড়িয়া পড়ে সেই খানে। তথা তাম্র কুণ্ড ছিল; অঙ্গুরিকা পরশিল; তাহে দৈত্য জন্মে দশ জনে॥ কর যোড়ে তারা কয়; ভয় কিহে মহাশয়; আমরা করিব তারে ক্ষয়। এই বলি ক জনায়; মিলি দৈত্য পাশে যায়; কিন্তু তারা মানে পরাজয়॥ সে হয় অসুর পতি; ভয় করে সুরপতি; মৃত্যু পতি হইল সবার। পরে অঙ্গুরিকা গুণে; সূজিবহ শূর গণে; মহাসুরে করিল সংহার॥ পরে সব

শূরগণে; কহে কিশোরেরে স্থানে; এখন দেহ হে অনুম
তি। বিপদ হইলে পরে; ডাকিবেন মো সবারে; এক্ষণে
আবাসে করি গতি ।। এত বলি দৈত্যগণ; হইলেন অদ
র্শন; ছাড়ি সেই যুবক যুবতী। তৎপরে আনন্দ মনে; বি
বাহেতে দুই জনে; পরস্পর হইল সম্মতি ।। অসুর হইল
চূর; আতঙ্ক যাইল দূর; আনন্দে মাতিল দুইজন। আনি
য়া কুসুম তুলে; পরস্পর দিয়া গলে; বিবাহ করিল সমা
পন ।। গন্ধর্ব্ব শাস্ত্রেরে কয়; এ রূপ বিবাহ হয়; যদি হয়
মন দুজনার। পাপের নাহয় ভয়; সত্য সত্য নসংশয়;
এই হয় বড় সু আচার ।। পূর্ব্বকার দুঃখ যত; সে হইল
স্বপ্ন মত; পরস্পরে মিলনে দুজনে। দ্বিজ কালীপদ কয়
দুঃখ বিনা সুখোদয়; কাহার নাহয় কোন খানে।

।। পয়ার ।।

একদিন অঙ্গমঞ্জা শয়নের কালে। শূরের স্বরূপ তত্ত্ব
কহিবারে বলে ।। কেমনে আইল দৈত্য আছিল কোথা
য়। কিরূপ এ লোকালয় বনময় হয়। কিম্বা দৈত্যের পু
রী হইবেক সত্য। বিশেষিয়া কহ প্রিয়ে শুনি সেইতত্ত্ব।
তুমিবা কাহার কন্যা আছিলে কোথায়। কেমনে এমন
পুরে আনিল তোমায় ।। এত শুনি কহে ধনী শুন শুন
প্রাণ। আমার জনকা লয় হয় এই স্থান ।। সঞ্জামি নগর
নামে ছিল এই দেশ। ভদ্রসেন নামে পিতা আছিল ন
রেশ ।। কোথা হৈতে দুরাচার আসি এই পুরে। নগর ক
রিল বন নাশ করে নরে ।। শুনিয়া সকল তত্ত্ব রাজার

নন্দন। বুঝাইয়া বহুমতে তুষ্ট করে মন ॥ পূর্ব্বে নাগ্নী ক হে নাই দানবের ডরে। এখন সে সবিশেষ শুনায় কি শোকেতে॥ এই রূপ সদানন্দে কিছু দিন যায়। ক্রমে সে আরিতে বৰ্ষ্য রাজকুমার ॥ অনন্তর অভাব অতি দে খিয়া তখন। অঙ্গুরিকা গুণে দৈত্য করিল স্মরণ ॥ স্মরণেতে দৈত্য গণে আসিয়া নিকটে। প্রণাম করিয়া রহে আগে কর পুটে॥ তখন কিশোর কন শুন দৈত্য গ ণ। আমা দোহে লৈয়া চল যাইব ভুবন ॥ আর আট জ নে যুবা করে অনুমতি। চন্দ্র সেন নামে আছে সিংহল ভূপতি॥ প্রভাবতী নামে নারী আছে তার পুরী। আ মারে মিলাও আনি থাকিতে শর্ব্বরী ॥ আর দুই নারী আছে শহর মাঝার। সুধাকরে সুধাকরে অধরে সবার। শীঘ্রগতি সে সবারে করহ মিলন। জীবন ব্যাকুল হল না করি দর্শন ॥ যুবার পাইয়া আজ্ঞা দৈত্য কয় জন। শীঘ্রগতি করে গতি যথা কন্যা গণ॥ নিদ্রায় আছিল তারা আপনার বাসে। শয্যা সহ আনিলেক অপ্ব সঙ্গ পাশে ॥ তৎপরে প্রবেশে গিয়া কাঞ্চী পুর দেশ। তখ ন যামিনী প্রায় হইয়াছে শেষ ॥ দেখিতে দেখিতে অ স্ত হইল শশাঙ্ক। তখন কামিনী গণে নিদ্রা করে ভঙ্গ ॥ আঁখি মেলি আতঙ্কেতে অঙ্গ কাঁপে ডরে। বলে শিবে রক্ষ সবে ধরি এরে কেরে ॥ পরন্তু যখন পতি দেখিল সবাই। হৃদয়ে যে পায় সুখ তার সীমা নাই ॥ সঙ্গে তা

যেখানে সামান্য মানবতো নয়। যে হেতু করিল কর্ম্ম অন্য ন দৃষ্ট হয়।। এই রূপে নারী গণে করয়ে বিচার। যুবা য দেন প্রেয়সীরে চিন্তা নাহি আর। জাতি ভাঙ্গি হাতে ম নে কর নিরীক্ষণ। তোমা সবে হারাইয়া ত্যাজিত জীব ন।। অতএব তোমা সবে করিয়া হরণ। আনিয়াছি ক থা কয়ে বাঁচাও জীবন।। তদন্তরে পরিবারিয়া কহে সকল সব। সিন্ধু মাঝে ঘটে যাহা কর্ম্ম অসম্ভব।। বিপরীত নাক ফলে ফলের কারণ। তার সাক্ষী এই ফল কর নিরী ক্ষণ। ফলের প্রত্যক্ষ ফল দেখাইলে পরে। সকলে বিস্ম য় হয় ফল দৃষ্টি করে।। এরূপ যখন কথা হয় পরস্প রে। মহারাজে সমাচার দিল অনুচরে।। চর বলে মহা রাজ করি নিবেদন। বধূ সহ আসিলেন তোমার নন্দন। অনুচর সঙ্গে তাঁর দশটা দানব। দেখিয়া পায়েছি ভয় আমরা মানব।। অসুর হইয়া করে মানবের সেবা। হে ন অপরূপ কার্য্য কোথা দেখে কেবা।। দেখিলাম চারি কন্যা পরম সুন্দরী। অনুমান হয় হবে যুবরাজ নারী।। কিন্তু না পারিনু কাছে যাইতে তাহার। দেখিয়া হইল ভয় দানব আকার।। রাজা বলে ওরে দূত কি কহিলে তুমি। হেন অপরূপ কভু শুনিনাই আমি।। মানবে সে বয়ে দৈত্যে একি চমৎকার। দেখাইতে পার যদি পা বে পুরস্কার।। রাজা উঠিলেন অট্টালিকার উপর। অ ঙ্গুলি হেলায়ে তাঁরে দেখাইল চর।। তদন্তর মহারাজ ডাকিয়া কাহারে। পাঠালেন বধূগণে আনিবারে পুরে।

রাজাবলে দৈত্যগণে নাহিক আর ভয়। আমার পুত্রের দ্বারা সেবা ধ্বংস হয় ॥ আশ্বাসে বিধান করি বাক্যে সকলে। উপনীত হয় গিয়া মহা কোলাহলে ॥ যুবরাজ চরণ তলে করিল প্রণতি। কহিলেক রাজার সে রূপ অনুমতি ॥ দেখ যুবা সম্মুখেতে চতুরঙ্গ দল। লইতে আসিছে চন্দ্র ভূপতির স্থল। এতবাক্যে মহাপাল নানায় সকলে। রাজপুত্র তখন সে দৈত্যগণে বলে ॥ যাহ দৈত্যগণ এবে আপনার স্থান। কর্ম্ম অনুসারে তোমাদিগে বিদ্যমান ॥ তোমা দেখি দরশনে রাজা পাবে ডর। অতএব অদর্শন হও শীঘ্রতর ॥ শুনিয়া অসুর গণে বন্দিয়া চরণ। অতি শীঘ্রগতি তারা হয় অদর্শন ॥ তখন সে অশ্বমঞ্জা ভার্য্যা গণসনে। মহা পালে আরোহিয়া প্রবেশে ভুবনে ॥ উলু ধ্বণি দিয়া তবে যতরামা গণ। সযতনে গৃহে লয় করিয়া বরণ ॥ অশ্বমঞ্জা মহারাজে বন্দিয়া চরণ। শত্রুর বৃত্তান্ত তারে করাণ শ্রবণ ॥ শুনি হৃষ্টচিত্ত রায় পুত্রকরে কোলে। লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল বদন কমলে ॥ বলে পুত্র করিয়াছ অপরূপ কাজ। ঘুষিবে তোমার যশ এ সংসার মাঝ ॥ তদন্তর চারি পুত্রে ডাকি নরপতি। সভামাঝে করিলেন সবার দুর্গতি ॥ রাজাবলে হও সবে অপরাধী অতি। অকৃতী অধম আর অধিক কুমতি ॥ তোমরা বিনাশ করিয়াছ মম শত্রু। পুতারণা করি হয়েছিলে শ্রেষ্ঠ পুত্র ॥ অশ্বমঞ্জা জনকেরে স্তব স্তুতি করে। কোপানল শান্ত করিল তারপরে ॥ তদন্তর

সিরোজের উদয়তপন। যুবায়ান অন্দরেতে যথা রমুগণ। দেখে এক গৃহে বসি নারী কয়জন। যুবায় বারতা সবে করে আন্দোলন।। হেন কালে যুবারাজ দিল দরশন। কিশোরে দেখিয়া তারা আরম্ভে রোদন।। পুষ্পাবতী চরণেতে ধরিয়া তাহার। বলে পতি এদুর্গতি করিলে কাহার।। প্রভার সে পুষ্পা তুমি প্রভা তবদাসী। তোমারি মা পুত্র করে হেরিতন্ন। রাণী। কুন্দকিনী কয় প্রভু দুর্গতির মূল। উপযুক্ত শাস্তি তার মুড়াইতে চুল।। আনিয়া আমারে তুমি করিয়াছ ত্রাণ। নহে রাজ বাড়ি ছাড়ি করাতেম প্রাণ।। তোমার বিচ্ছেদ কালে ভাসিতাম শোকে। পাগল বলিয়া সব জ্ঞান করে লোকে। কতশত বৈদ্য আনি করিল নিযুক্ত। দেখিল তাহাতে হয় রোগ বুদ্ধি যুক্ত।। ভূতে পাইয়াছে শেষে সকলেতে বলে। ভূতড়ে রোজারা আসি ঘরে অগ্নি জ্বালে।। অন্দর বাহির জ্বালা হইত আমারে। সেজ্বালা যুড়ানু প্রভু দেখিয়া তোমারে।। এরূপ আক্ষেপ করি পুষ্পাবতী কয়। তাহাতে যুবার হয় দুঃখের উদয়।। অবশেষে প্রিয় বাক্য সকলেরে কন। তাহাতে সবার হয় হরষিত মন।। তৎপরে নরেন্দ্র সত্ত বসিয়া পালঙ্কে। চারি নারী নিয়া ভাসে সুখের তরঙ্গে।। প্রত্যহ এরূপ ভাবে সবে সমভাব। দিনে দিনে হয় তার কত সুখলাভ।। প্রথম খণ্ডেতে এই সক্ষেপে লিখন। দ্বিতীয় খণ্ডেতে রঙ্গ করিব বর্ণন। কিছু দিন পরেতে আজ্ঞাজ সিংহাসন। অধীর ভনয়ে করি

লেন সমর্পণ ॥ দুর্গাজীর পশ্চিমেতে পাটনন গ্রাম । শিবের কৃপার জন্য ব্যাপি আছে নাম ॥ বিশেষে সন্ন্যাসী সেই শঙ্করে পোড়ায়ে । মাথার পরম মণি লিয়াছে সনয়ে ॥ উচাই গোনোভা তার উত্তরেতে হয় । দীন কালী পদ দিন তথায় বঞ্চয় ॥

॥ অথ একাবলী ॥

। রাজা অথ মজ্ঞা রাজা করিয়া ॥ কাটে কাল মহাকাল যেবিয়া ॥ অতঃপরে কহি শুনহ সবে । স্বস্ত নালী রাজ্য পালে যে ভাবে ॥ সুর মণি তুল্য সুখী সে রাজা । সন্তানের সম পালেন প্রজা ॥ অন্তঃপুরে রূপ ঢিলা যো গেন্দ্রে সুধারতী সহ সদা সুখেতে রয় ॥ এক দিন এক কুসুম মনে পদ্মিনী বেশ্যারে পড়িল মনে ॥ কৌটারে বলেতে আনিয়া তারে । খোলদিয়া তার মাথা মুড়ায় ॥ দুর্দশা করিয়া বিধি মতেতে । তাড়াইয়া দিল নগর হতে ॥ তৎপরে কৌটারে ডাকি ত্বরিতে । বলেষা হ সহোদরে আনিতে ॥ কৌটা কাঞ্চিপুর গিয়া তখন । আনিল তুধরে করি হরণ ॥ তখন বিভাবরী অতি ঘোর । রাজন ছিলেন ঘুমে অঘোর ॥ পরে রাজা তারে করি চেতন । বিবরিয়া কহে আত্ম বিবরণ ॥ শুনি স্বর্ণকেতু করি রোদন । ক্ষমাকর বলে ধরিয়া চরণ ॥ রাজা বলে নাহি আমার রোষ । জানিহে তাহাতে তুমি নির্দোষ ॥ এখন তোমারে সুধাই তাই । রাজ্যের কুশল কিরূপ ভাই ॥ শুনিয়া রাজনে কহে সকল । যেরূপ ঘটনা ঘটিয়া ছিল ॥ এক

।। পয়ার ছন্দ ।।

পিতা পুত্রে মহৎস্যদেশে মিলন যখন। কাঞ্চিপুর রাজ্য মধ্যে প্রমাদ তখন ।। সিন্ধুপার চন্দ্রসেন মিলন ভূপতি। পালিতা তনয়ে তাঁর স্নেহ ছিল অতি ।। নিশাতে আছিল কন্যা না দেখি প্রভাতে। সখীরা চলিল ভূপে কুসংবাদ দিতে। মিলিবালা দলবল হীন বলমত। কান্দিয়া ভূপতি পদে সবে হয় নত ।। নরেশ উন্মাদ বেশ দেখিয়া সবার। হয়ে ব্যস্ত বলে ত্রস্ত কহ সমাচার। কিভাবে এপ্রকার সব বিরথ গো সখী। বিশেষিয়া সেবৃত্তান্ত অত্য কহ দেখি ।। মম কন্যা লীলাবতী কিম্বা প্রভাবতী। দেখি দোষ করি রোষ করেছে দুর্গতি ।। কিম্বা আর আছে কোন অশুভ বারতা। কহ শুনি কিম্বা পেতে আছয়ে দুহিতা ।। শোক জন্য সখীগণ নাকরে সাহস। অবশেষে নরাধিপ প্রকাশিল রোষ ।। রাজারে কুপিত দেখি কহে দাসীগণ। শুধাও কি সর্ব্বনাশ হয়েছে রাজন ।। রজনীতে প্রভাবতী নিদ্রাতে আছিল। নাহি জানি নরমণি কে তাকে হরিল ।। ক্ষম রোষ নাহি দোষ আমাস বাকার। গৃহ হৈতে নৈল হার একি চমৎকার ।। শুনি অমঙ্গল বাণী অবনীর পতি। মহাশোকে মোহ পেয়ে পড়িলেন ক্ষিতি ।। সভাতে আছিল যত সভাসদ গণ। কি হৈল কি হৈল বলি কান্দে সর্ব্বজন ।। সভাতে আছিল যত রাজ বৈদ্য গণ। মহৌষধি ঘ্রাণে তারা করিল চেতন ।। চন্দ্রসেন পায়ে ত্রাণ শোক যুক্ত মন। কান্দিয়া ক

ন্যার কথা কহে পাত্র মিত্রে ॥ গৌরমুখ নামে মন্ত্রী আ ছিল আমার । সবে জান তিনটী তনয়া ছিল তার ॥ অনাথা দেখিয়া আমি পালিলাম সবে । দুই নারী ভ্য জি পুত্রী পূজে ভব দেবে ॥ কনিষ্ঠ উৎকৃষ্ট রূপ দেখি য়া তাহারে । রাখিয়া দিলাম পুরী মধ্যে সমাদরে ॥ কিজানি যামিনী যোগে কামিনী কেলিল । কিছুই বু ঝিতে নারি নারীকি হইল ॥ সুবল নামেতে মন্ত্রী সভা য় আছিল । কর যোড়ে মহীপালে কহিতে লাগিল ॥ কন্যার পালিত ধাত্রী ছিল কুহকিনী । কহশুনি নরমণি কোথায় সে ধনী । তাহার কাছেতে চর পাঠাইয়া দেহ । গণনায় জানিবেক নাহিক সন্দেহ ॥ ধীমান মন্ত্রীর কথা করি মান্যমান । দূত পাঠাইয়া দিল কুহকির স্থান ॥ ত ৎকালে সে বিদ্যাবতী খড়ি পাতি দেখে । স্বর্গ মর্ত্য রসাতল গণি একে একে ॥ নাপায় স্বর্গেতে ঠিক দিয়া বহু ঠিক । তত্ত্ব করে নাগপুরে হইয়া বেঠিক ॥ নাপায়ে সে ঠিক ঠিকানা জন্মিল ভাবনা । খড়িকরে মর্ত্য পুরে করিছে গণনা ॥ দেখে পরে সিন্ধু পারে কাঞ্চীপুর ধাম । শঙ্খ কেতু রাজপুত্র অশ্ব মঞ্জানাম ॥ পূর্ব্বেতে আসিয়া ছিল সেই দুরাচার । কোপেতে ফেলিয়া ছিনু সিন্ধুর মাঝার ॥ সে শঙ্কটে পায় প্রাণ অঙ্গুরীকা গুণে । কন্যা য়ে করিল চুরি দৈত্যের স্মরণে ॥ দেখিব কেমন বেটা ধ রে কতবল । নর বলিদিব কালি কালীকার স্থল ॥ এইক

পে করে নারী তজ্জন গর্জ্জন । হেনকালে নৃপদূত দিল দর
শন ।। ভূপের বারতা তারে করায় শ্রবণ । যেরূপ ব্যাকু
ল রাজা কন্যার কারণ ।। সম্প্রতি সম্প্রীতি তুমি যদি কর
তার । তবে সে বাঁচিবে রাজা নতুবা সংহার ।। শুনিয়া
রাজার শোক শোকে কুহকিনী । উর্দ্ধশ্বাসে ধায় রাণী
প্রায় পাগলিনী ।। সভায় যাইয়া সবে দেখে শোকাকু
ল । কন্যা জন্য প্রজাপতি অধিক ব্যাকুল ।। দেখিয়া রা
জার বেশ ব্যথিত হৃদয় । ধরণী ধাতার আগে কর যো
ড়ে কয় ।। ত্যজ ভয় মহাশয় ভাবনা কি আর । কহি শু
ন প্রভু প্রভা বার্ত্তার সমাচার ।।দেখিনু সিন্ধুর পার রাজা
মর্ত্ত কেতু । তাহার তনয় কন্যা নিল বিবাহেতু ।। অঙ্গু
লে আছয়ে তার পরম অঙ্গুরী । তাহার বলেতে নিল
তনয়ারে হরি ।। ভাঙ্গিয়া চাতুরী তার হরিয়া কৃষ্ণল ।।
কন্যা সহ আনি দিব চরণের তল ।। শুনিয়া ধরার পতি
ধড়ে ধরে প্রাণ । বলে কুহকিনী প্রতিকর পরিত্রাণ ।। সে
ই কন্যা তার জন্যে সদা দহে দেহ । যাহ বালা বিদ্যা ব
তী কন্যা আনি দেহ ।। আনিবে রাজার পুত্রে কামিনী
সহিতে । এরূপ সুকর্ম্ম তার নাপারি সহিতে ।। দেখি এ
কেমন বেটা ধরে কত বল । পরনারী নিল হরি করি কে
ন ছল ।। তুমি যে বারিধি পারে সে নিধি আনিবে । এক্ষ
ণে কেমনে মনে প্রবোধ মানিবে ।। একেসে রাজার পু
রী তাহে বহুদূর । চারি দিগে নানা সেনা বেষ্টিত সেপু
র ।। অতএব আমিযাব লয়ে নিজবল । করিয়া তুমুল

যুদ্ধ, হরিব সম্বল ॥ দেব তুল্য সৈন্য মম পরাক্রমে শূর। আনিব কন্যারে তার করি দর্প চূর ॥ এপ্রকারে ক্রোধস্বরে অনুচরে ডাকে। শুনি কুহকিনী হিত বাণী কহে তাকে ॥ অবধান আবেদন অবনীর পতি। অসীম করুণাময় অগতির গতি ॥ এক্ষণেতে অনুমতি কর আমা প্রতি। শত্রুর প্রতি দিয়া শান্তা জন্মাইব প্রীতি ॥ সসৈন্য ভূপতি বারি পতি পারে যেতে। হইবে বৎসরাতীত সন্দেহ কি তাতে ॥ সমাচার আর তার জাননা নরেশ। এক্ষণে জিনিতে তারে নারেণ সুরেশ ॥ পূর্ব্বেতে বলিছি তার অঙ্গুরী আছয়। সবিশেষ কহি তার শুন মহাশয় ॥ অঙ্গুরির আজ্ঞাকারি যত দৈত্যগণ। জন্মিবে পাশিলে তারা বিধির সৃজন ॥ রায় কয় কহ শুনি সে আর কেমন। কেমনে পাইল যুবা অমূল্য রতন ॥ কেন বিধি সে নিধি বা করিল নির্ম্মাণ। শুনায়ে সন্দেহ দূর কর মতিমান ॥ রণেতে জিনিতে যদি নারেন বাসব। কন্যার বিচ্ছেদ জ্বালা কেমনেবা সব। নিশ্চয় কহিনু আমি নাশিব জীবন। যাইবে যাতনা সব হইলে পতন ॥ ধনী কহে ধরা পতি ধৈর্য্যধর তুমি। অঙ্গুরির আদ্য জন্ম কহি শুন আমি ॥ শুনিয়াছ সহস্র লোচন দেবরাজ। তাহার নর্ত্তকী খ্যাত ত্রিলোকের মাঝ। মধুর গায়ক তারা লাবণ্যে সুন্দর। পঞ্চ জনের পঞ্চস্বর নিন্দি পঞ্চ স্বর ॥ এক দিন বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত হয়ে মনে। কৌতুক দেখিতে যান ইন্দ্রের ভুবনে। পদ্মাসন দেখি শক্র স্বর্ণাসন দিয়া। সভায় সবার মাঝে

বসাইল নিয়া ॥ পদ্মাসন পদধরি কশ্যপ নন্দন । কহে কহ সৃষ্টি কর্ত্তা কি তব মনন ॥ প্রকাশ্য হইল আজি আমার অদৃষ্ট । তাই মহা প্রভু হয় তব কৃপা দৃষ্ট ॥ ব্রহ্মা কন সুররাজ শুনহ বচন । নৃত্য দেখিবারে বাঞ্ছা কারতেছে মন ॥ শুনি বজ্রধারি সেই ধাতার মানস । নাচনী নাচায়ে করে তাহার সন্তোষ । কিন্তু সেদিবস তিলোত্তমা বিদ্যাধরী । সকলে নিন্দিয়া নৃত্য করিল সুন্দরী ॥ দেখি প্রজা পতি হয়ে হৃষ্ট অতিশয় । আপন অঙ্গুরী খুলিদিলা মহাশয় ॥ তিলোত্তমার গর্ব্বে জন্ম এ যুবার হয় । তিলোত্তমা দিল তারে বলিয়া তনয় ॥ গণনাতে নরমণি জানিলাম সব । সম্ভবে আজ্ঞনরে যাহা হয় অসম্ভব ॥ আছয়ে খড়ম সিদ্ধ আমার আবাসে । তাহে বসে যাইতে পারিব তার পাশে ॥ এইরূপ কুহকিনী কহিল যখন । শুনিয়া নৃপের হয় হরষিত মন ॥ ত্বরায় ভূপতি তারে দিল অনুমতি । যাহ রূপবতী গিয়া আন প্রভাবতী ॥

অথ দ্ব্যর্থ যমক ॥

ভূধরের বাক্য শিরোধার্য্য করিধনী । পাদুকায় বসে করি কৌতুকের ধ্বনি ॥ ধূমান দেখিল বেগে উঠিল বিমান । খড়মের গতি নিন্দি আদিত্য বিমান ॥ নিমিষে প্রবেশে গিয়া যুবরাজ বাসে । সেবাসে অত্যন্ত কিন্তু মনে ভয়বাসে ॥ ফিরিতেছে অবিরত যত নিশাচর । পরাক্রমে হয়তারা তুল্য নিশাচর ॥ তাহে পুরী আছে ঘেরি দ্বিলক্ষ প্রহরী । জনে২ আনে তারা হরি প্রাণ হরি ॥

বামেতে কোদণ্ড ধারী দক্ষিণ হস্তেশর । নাশিতেপার য়ে প্রাণ উদ্দেশিয়া শর ।। হেনরূপে নগরেতে ভ্রমিতে ছে সব । দেখে কুহকিনী ধনী ভয়ে প্রায়শব ।। তৎপরে প্রবেশে গিয়া ত্রাসের সহিতে । দেখে রায় নিদ্রাযায় যুবতী সহিতে ।। ভূধর ধরেছে বক্ষে প্রভাবতী নারী । নারী দেখি নারীর ক্রোধ বাড়ে বারে বারি । ক্রোধভরে পা পীয়সী কাছে পায়েপর । অঙ্গুরী হরিতে তার হইলেন পর ।। অঙ্গুরি সহিত ছিণ্ডি লইয়া পলায় । বিধিদত্ত নি ধি ধনী লইয়া পলায় ।। বাহির হইল পুর ভয়ে কাপে প্রাণ । দেখিয়ে থডম গতি ভয়ে কাপে প্রাণ ।। নিশা ম ধ্যে সঞ্চারি নগর গিয়া পায় । পুরে গিয়া প্রণামিল ভূ পতির পায় ।। তদন্তর বিবরণ বিশেষিয়া কয় । যেইরূপ নারী নারী দেখিয়াছে কয় ।। লহলহ মহাশয় সেই ম হা নিধি । যার বলে কন্যা নিল লঙ্ঘিজল নিধি ।। অঙ্গুরী পাইয়া ভূপ ডাকি নিজ পাত্র । বলে মিত্র শীঘ্র করি আ ন তাম্রপাত্র ।। আজ্ঞামাত্র পাত্রে পাত্র যোগাইল শেষ । তখন গগণে প্রায় নিশা হয় শেষ ।। রাজা সৃজে দৈত্য তা ম্র অঙ্গুরী পরশে । ভীষণ আকার তারা গগণে পরশে ।। মহাবল দশজন প্রকাশিল শূর । তৎকালে গগণে দেখে প্রকাশিল শূর ।। তপন উদয়ে হয় নিশার অন্তর । দেখি য়া ব্যাকুল বড় রাজার অন্তর ।। দৈত্যগণে অনুমতি দিল শীঘ্র গতি । সকলেতে কর শীঘ্র কাঞ্চীপুর গতি ।। স্বর্ণ কেতু রাজপুত্র অশ্বমঞ্জা নাম । ত্বরায় তাহারে গিয়া আ

ন মম ধাম ॥ শুনিয়া রাজার বাণী দৈত্য কয়জন। নিমে বেঁ আনিল গিয়া রাজার নন্দন ॥ রাজা গিয়া রাখে তা রে বন্ধন আলয়। নরবলি কালী কারে দিবার আশায়। তদন্তর দৈত্য বলে আনিতিন নারী। বন্ধ করি রাখে রা জা আপনার পুরী ॥ বন্ধনে ব্যথিত হয়ে কাঞ্চীপুর প তি। কালীকারে স্তবকরে কাতরেতে অতি।

তোটক ছন্দ ॥ জয়মুক্ত কেশি মুকুন্দের মাতা। বিধি বিষ্ণু শিবে তুমিস্যে প্রসূতা ॥ নিধন সৃজন সকলি সে তামি। ভূচর খেচর চরাচর ভূমি ॥ কাতরে কিঙ্করে করে সাধনা গো। করুণা করণ যাতনা মানাগো। হে মা য়া নিদয়া তনয়ের প্রতি। প্রসূতা হয়ে কি বিমাতার রী তি। খগ নগ গণ আদি রাত্রি দিবা। নরবা নর নাগ সে তামি শিবা ॥ হে শিবে কেসবে এসব যাতনা। বিপদে শ্রীপদে রাখ শরাসনা। পাদপদ্মো পরে কিবে জবা শো ভা। মধু তত্ত্বে অলি মন মত্ত লোভা ॥ অশী তাজি সুর রী কৃশাঙ্গি শিবে। কটি পর নর করা বলী শোভে ॥ গলে মুণ্ড মালা গলে রক্ত ধারা। যোগ তত্ত্বে রত তত্ত্ব ম হী তারা ॥ করে খাণ্ডা ধরা ভালে অগ্নি জ্বলে। পদ ভ রে ধরে ধরা তলে চলে ॥ বাস দীন জনে দেয়া বাস হা নে। বাসনা বাসনা ভাল বাসহীনে ॥ মাবিনে কেজানে সন্তানের মায়া। অভয়ে এভয়ে রাখগো অভয়া ॥ রাজা র নিকর নিশাচর জাগে। প্রভাতে শ্রীপদে বলি দিবে রাগে ॥ বিপদে শ্রীপদে বিরূপাক্ষ দারা। জ্ঞানদে জন

দে হেম্যা দুঃখ হয়া ॥ দুগমে হে উমে তুমিসে তরসা ॥ কর নিজ গুণে পূর্ণ ভক্ত আশা ॥ এ রূপ ভাবে ভূপ ভক্ত বানো পদ। ভণে তোটক থা কবি কালীপদ ॥

পয়ার ॥ এই রূপ অশ্বমঞ্জা স্তব স্তুতি করে। স্নেহ উদয় মহাবিদ্যা আনিল অন্তরে ॥ যাইয়া রাজার পাশে দিলেন স্বপন। শুনহে মিলন পতি ছাড়হ স্বপণ। অশ্ব মঞ্জা ভক্ত অতি আসক্ত ধর্ম্মেতে। যাতনা দিতেছ তুমি তাহার মর্ম্মেতে ॥ ভক্তের জননী হয়ে একি প্রাণে সয়। যাতনা দিতেছ তারে গুরু অতিশয় ॥ অতএব শীঘ্র তারে করহ মোচন। নহেরাজা সবংশেতে হইবে নিধন। এইকথা মহাদেবী কহেন শিয়রে। রাজার ভাঙ্গিল নিদ্রা আতঙ্কে সিহরে ॥ তথনসে মহাদেবী হয়ে অন্তর্ধ্যান। অশ্বমঞ্জা নৃপ কাছে করেণ পয়ান ॥ অভয়া অভয় দান প্রদান করিয়া। কৈলাশে গেলেন দয়া দয়া প্রকাশিয়া ॥ এথানে মিলন পতি আসিয়া বাহিরে। কোটালেরে আজ্ঞাদিল ডাকিতে উজীরে ॥ কোটাল সে সমাচার উজিরে জানায়। রাজার আজ্ঞায় মন্ত্রী আইল সভায় ॥ স্বপনের বিবরণ কহেন রাজন। শুনে মন্ত্রী বলে কর রাজনে মোচন। অন্নদার পুত্র তিনি সন্দেহ কি তার। তারে দুঃখ দিলে রাজা পাবেনা নিস্তার ॥ শুনিয়া মন্ত্রির কথা চন্দ্রসেন রাজা। অশ্বমঞ্জায় আনিলেন দিয়া রাজ পূজা ॥ লীলাবতী কন্যা সহ সেই তিন নারী। বিবাহ দিলেন করি জনরব ভারি ॥ অশ্বমঞ্জার মিষ্ট বাক্য স্না

জার কৌতুক। অঙ্গুরী আনিয়া দেন বিবাহ যৌতুক।।
রাজার নাহিক পুত্র মাত্র সেই কন্যা। জামাতায় রাজত্ব
দিলেন সেই জন্য।। তদন্তর সমাচার দিল কাঞ্চী পুরে।
সুবাপাল সিংহাসন মিলন সত্বরে। শীঘ্র আনিবেন পু
র্ব চিন্ত নাহি তার।। এখন শাসন পূজা মাত্র প্রতি তা
হা। রূপেরে লিখিল পত্র সন্তোষের হেতু। পত্র পাঠে
হৃষ্ট চিত্ত হৈল মন্ত্র কেতু।। এই স্থানে প্রথম খণ্ডের
শেষ আসি। কহে কবি কালী পদ পদ্য সুধারাশি।।

প্রথম খণ্ড সমাপ্তঃ

এই রসসিন্ধু প্রেম বিলাস নামক নবগ্রন্থ রসিক জনগণ
মনোরঞ্জনার্থে পো লভা নিবাসি শ্রীকালী পদ মুখো
পাধ্যায় কর্ত্তৃক পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত হইয়া বলাহ
গৌড় নিবাসি শ্রীরসিক চন্দ্র গোস্বামি কর্ত্তৃক সংশো
ধিত হওনানন্তর আহিরী টোলার কর্ম্ম লোচন যন্ত্রে মু
দ্রিত হইল এই পুস্তক গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা গরাণহাটা
র ৺ ফকিরচাঁদ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে তত্ত্ব
করিলে পাইতে পাইবেন।। মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা মাত্র।।

সন ১২৫৯ সাল
তাং ১৮ বৈশাখ
পুস্তক সমাপ্তঃ